তাকওয়া ও মুত্তাকী

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৪১

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-3138-4

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তাকওয়ার গুরুত্ব	২৮
৬	তাকওয়া ও মুত্তাকীর প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থ	৩৩
৭	তাকওয়া অর্জন করার উপায়	৩৭
৮	বুনিয়াদি তাকওয়া ও মুত্তাকী	
৯	বিভিন্ন সত্য উদাহরণের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা	৩৯
	যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা	৪১
	রক্ত-মাংসের কম্পিউটারের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা	৪২
	রক্ত-মাংসের কম্পিউটারের জ্ঞানের উৎস	৪৬
	মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা	৪৭
	স্বাস্থ্য সচেতনতার উদাহরণের ভিত্তিতে তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা	৪৯
	সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চূড়ান্ত রায়	৫০
১০	কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়া ও মুত্তাকী	৫১
১১	কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার গুরুত্ব	৬৭
১২	বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের অনির্দিষ্ট তথ্য	৭৩

১৩	বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় (Subject) সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	৭৩
	১. কুরআন বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	৭৪
	২. সুন্নাহ/হাদীস বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	৭৮
	৩. উপাসনামূলক ইবাদাত বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	৮৫
	৪. মানব শারীরবিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	৯৩
	৫. প্রাণী, মহাকাশ, পর্বত, সমতলভূমি ও সামরিক বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১০০
	৬. তথ্য-প্রযুক্তি (ICT) বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১০৫
	৭. উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১১৪
	৮. সমাজ বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১১৮
	৯. ইতিহাস বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১২১
	১০.মনীষীদের রায় (ইজমা ও কিয়াস) বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	১২২
১৪	তাকওয়ার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ	১২৮
১৫	তাকওয়ার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগের প্রবাহচিত্র	
১৬	শেষ কথা	১২৯

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সকল সচেতন মুসলিম 'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দ দুটির সাথে পরিচিত। বর্তমান মুসলিমবিশ্বে অতি উচ্চ স্তরের মু'মিন ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়। ফলে কুরআন পড়তে গিয়ে মানুষ শুরুতেই খটকায় পড়ে যায়। কারণ, সুরা বাকারার ১ম আয়াতটি হলো মুতাশাবিহাত (হুরুফে মুকাত্তা'য়াত)। এ ধরনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা নিষেধ। তাই, প্রকৃতভাবে সুরা বাকারার শিক্ষণীয় ১নং আয়াতের বক্তব্য হলো– এটি (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত গ্রন্থ। অর্থাৎ মুত্তাকী শব্দের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী আল কুরআন হতে শুধু অতি উচ্চ স্তরের মু'মিনগণ হিদায়াত পাবে। অথচ প্রকৃত তথ্য হলো– 'তাকওয়া' অর্থ আল্লাহ সচেতনতা। আর 'মুত্তাকী' হলো সে ব্যক্তি যে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/ বিবেকের জ্ঞানকে জীবন পরিচালনায় কাজে লাগায়। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এবং জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞানের শক্তিটির একটি তথ্যও জীবন পরিচালনায় কাজে লাগায় সে মুত্তাকী। তবে সে সর্বনিম্ন স্তরের মুত্তাকী। বইটিতে এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/ বিবেকের সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশাকরি বইটি মানব সভ্যতা ও মুসলিম জাতির জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

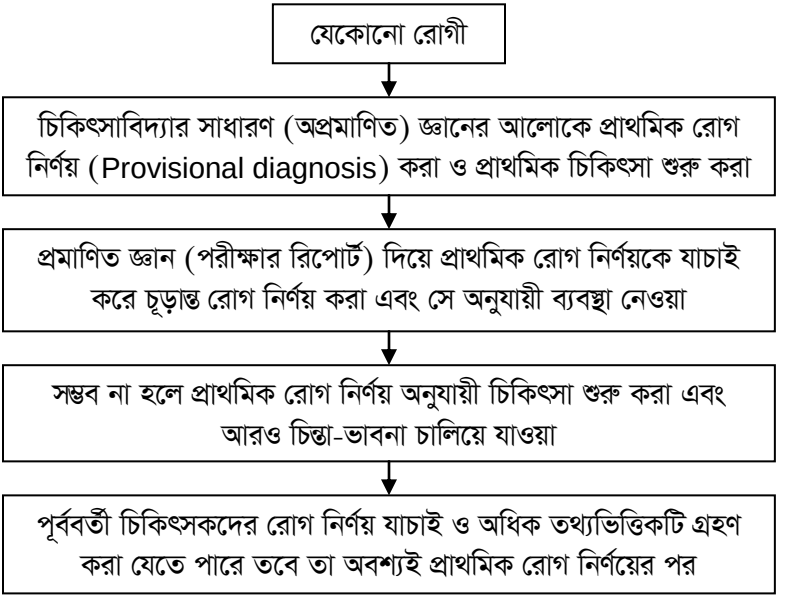

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

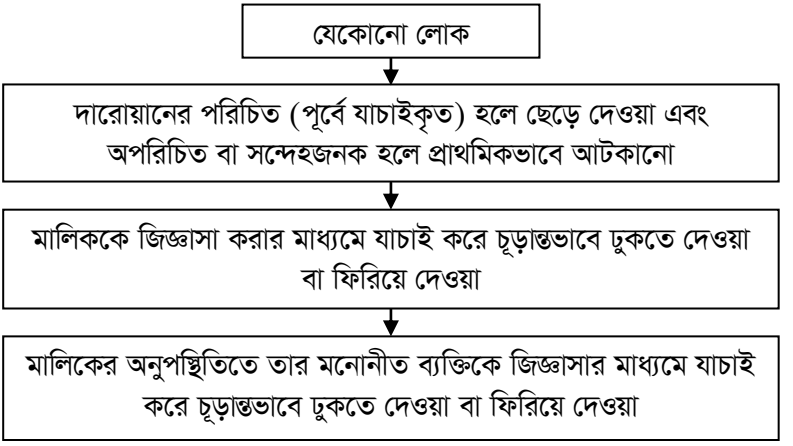

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

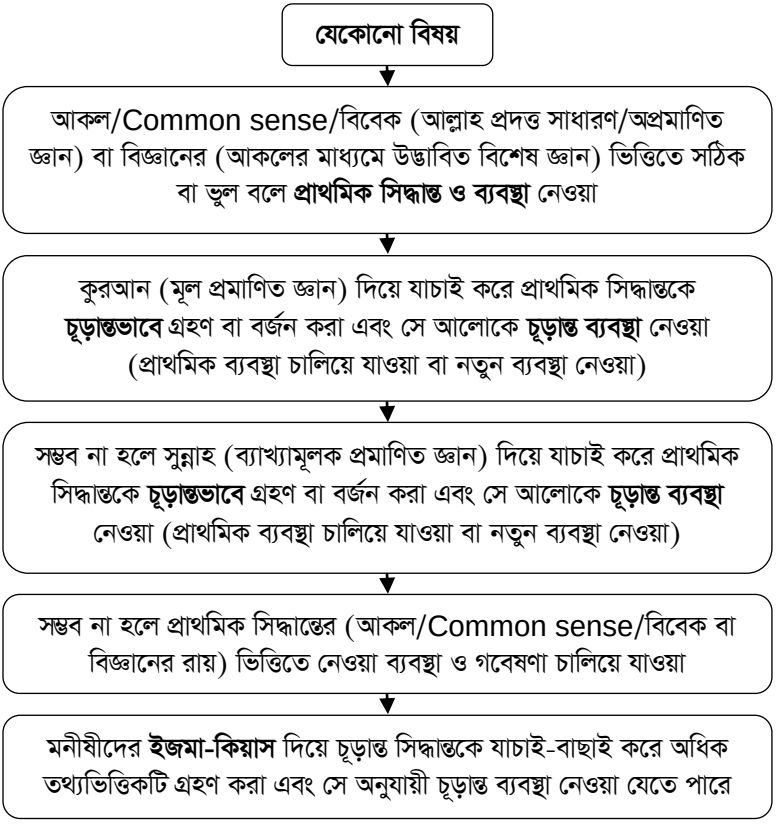

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

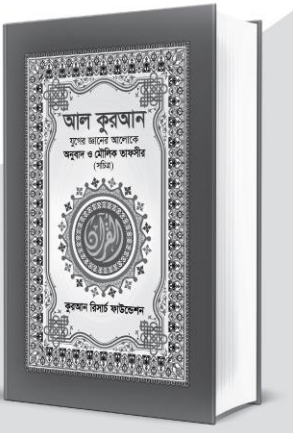

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' মুসলিম জাতির খুব পরিচিত দুটি শব্দ। যারা ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রাখেন তাদের সবাই শব্দ দুটি জানেন। আর তাকওয়া ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। কারণ, আল কুরআনে শব্দটি বহুস্থানে বহুভাবে উল্লিখিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শব্দ দুটির যে অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু আছে সেটি শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা নয়। এ কারণে মানবতা ও মুসলিম জাতির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, যদি এটি সংশোধন না করা হয়। পুস্তিকাটিতে তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়– পুস্তিকাটি পড়লে আল কুরআনে বহুবার ব্যবহার হওয়া শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সকলে সহজে বুঝতে পারবে। ফলস্বরূপ মানব সমাজ কল্যাণময় হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তাকওয়ার গুরুত্ব

প্রথমে আমরা কুরআন ও হাদীস হতে জেনে নেবো তাকওয়া ও মুত্তাকী বিষয় দুটিকে কুরআন ও হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে।

আল কুরআন

তথ্য-১

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ .

এটি সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটি) একটি পথনির্দেশিকা (Manual), মুত্তাকীদের জন্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : সুরা বাকারা হলো আল কুরআনের উদ্বোধনী সুরার (সুরা ফাতিহা) পরের সুরা। এটি কুরআনের সবচেয়ে বড়ো সুরা এবং এটিতে ইসলামের বিধি-বিধান সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। সুরাটির প্রথম আয়াত হলো মুতাশাবিহাত (হুরুফে মুকাত্তা'য়াত)। এটির অর্থ ও ব্যাখ্যা করা নিষেধ। তাই, বলা যায়– সুরা বাকারার শিক্ষাধারণকারী **১ম** আয়াতই হলো আলোচ্য আয়াতটি।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা। অর্থাৎ কুরআন হতে জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা নিতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী হলো তাকওয়াধারী ব্যক্তি। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যাদের তাকওয়া নেই তারা কুরআন হতে শিক্ষা নিতে পারবে না। যে কুরআন হতে শিক্ষা নিতে পারবে না তার জীবন অবশ্যই শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা সুরা বাকারার শিক্ষাধারণকারী প্রথম আয়াতেই মুত্তাকী শব্দটিকে উল্লেখ করেছেন।

তথ্য-২

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

হে বনী আদম! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের সতরকে ঢাকতে পারো এবং (এটি) একটি সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়। আর তাকওয়ার পোশাক অধিক উত্তম। এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে বস্তুগত পোশাক এবং পরে তাকওয়ার পোশাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুগত পোশাক শরীর ঢেকে রেখে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বিষয় (ধুলা, ময়লা, রোদের তাপ ইত্যাদি) হতে নিরাপদ রাখে। কিন্তু তাকওয়ার পোশাককে অধিক উত্তম বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাককে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ হতে বস্তুগত পোশাকের তুলনায় উত্তম বলা হয়েছে।

তাকওয়া হলো সচেতনতা তথা সঠিক জ্ঞান। তাই তাকওয়ার পোশাক উত্তম হওয়ার কারণ হলো–

১. তাকওয়ার পোশাক ভুল জ্ঞানের মহাক্ষতি হতে মানুষকে রক্ষা করে।
২. সঠিক জ্ঞান থাকা ব্যক্তি সমাজের সম্পদ বা সৌন্দর্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

তাই, এ আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায় তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যথাযথ মানের তাকওয়াধারী হও এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে (মুসলিম মানের তাকওয়াধারী না হয়ে) মৃত্যুবরণ করো না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১০২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে ঈমান আনা ব্যক্তিদেরকে প্রথমে যথাযথ তাকওয়াবান হতে বলা হয়েছে। তারপর তাদেরকে মুসলিম মানের তাকওয়াধারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, মুসলিম মানের তাকওয়াধারী

না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে হাশরের দিন অসুবিধায় পড়তে হবে। তাই এ আয়াতটি অনুযায়ীও তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ হতে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যার তাকওয়া অধিক। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে নিশ্চয়তাসহ সরাসরি জানা যায় যে– যার তাকওয়া অধিক সে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই, এ আয়াতটি অনুযায়ীও তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ **مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ** قَالَ: **أَتْقَاهُمْ** . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! **মানুষের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাশীল কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে অধিক/উৎকর্ষিত তাকওয়াসম্পন্ন**। তখন তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর

পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বললো– আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে কি তোমরা আরবের মানব সম্পদ কারা সেটি জিজ্ঞেস করছো? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাশীল হলো সে ব্যক্তি যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। তাই হাদীসটি অনুযায়ী তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ... ... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. সামুরাহ বিন জুনদুব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-আসকালানী রহ. হতে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন– সামুরাহ বিন জুনদুব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আভিজাত বংশক্রম (Nobel descent) হলো সম্পদ এবং মহানুভবতাই (Generosity) তাকওয়া।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪২১৯।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মহানুভবতাকে তাকওয়া বলা হয়েছে। মহানুভব ব্যক্তি সমাজের অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ:

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى. قَالَ زِدْنِي. قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আবী ঝিয়াদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স.-এর কাছে এক লোক এসে বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় বলে দিন। তিনি বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরও বেশি দিন। তিনি বললেন– তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরও বেশি দান করুন। তিনি বললেন– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমার জন্য কল্যাণ লাভ সহজ করুন, তুমি যেখানেই থাকো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে 'পাথেয়'-এর জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর কছে দোয়া/নসিহত চান। রসূলুল্লাহ স. তাকে সফরের পাথেয় হিসাবে 'তাকওয়া' দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সর্বপ্রথম দোয়া করেন।

সফরে (বিশেষ করে তখনকার সময়) মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ মোকাবেলা করতে হয়। ঐ বিপদ-আপদ সঠিকভাবে সামাল দিতে না পারলে জীবনও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হাদীসটি অনুযায়ী বলা যায়– অসংখ্য বিপদ-আপদ মোকাবেলা করে সাধারণ সফর ও মানুষের জীবন পরিচালনার সফরে সফল করার জন্য তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : এগুলো এবং এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস হতে স্পষ্টভাবে জানা যায়– তাকওয়া ও মুত্তাকী ইসলামী জীবন বিধানের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয়। কিন্তু পরের আলোচনা হতে আমরা অবাক হয়ে জানতে পারবো যে– অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় দুটি সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ হতে বহু দূরে।

তাকওয়া ও মুত্তাকীর প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থ

তাকওয়া ও মুত্তাকীর প্রচলিত অর্থ

'তাকওয়া' শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো আল্লাহভীতি। আর 'মুত্তাকী' শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো আল্লাহভীরু ব্যক্তি।

তাকওয়া ও মুত্তাকীর প্রকৃত অর্থ

আকল/Common sense/বিবেক

তথ্য-১

তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি বোঝা যায় একটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে। কোনো ব্যক্তি যদি তার মনিবকে শুধু ভয় করে তবে সে ঐ মনিবের আদেশ নিষেধ ততটুকু পালন করবে যতটুকু পালন না করলে মনিব তাকে ধরবে। কিন্তু ব্যক্তির যদি মনিবের প্রতি ভালোবাসা ও ভয় উভয়টি থাকে তবে সে তার মনিবের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ পালন করতে প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না।

উদাহরণটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– একজন ব্যক্তি যদি শুধু আল্লাহভীরু হয় তবে সে আল্লাহর তথা সৃষ্টিকর্তার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ ততটুকু পালন করবে যতটুকু পালন না করলে মহান আল্লাহর কাছে সে ধরা পড়বে। আর ব্যক্তির যদি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় উভয়টি থাকে তবে সে মহান আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ পালন করতে প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না।

মহান আল্লাহ তথা মানুষের সৃষ্টিকর্তা এমন মানুষ চায় যারা তাঁর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ পালন করতে প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না। এ অবস্থা ব্যক্তির মনে, শুধু আল্লাহ ভয় থাকলে সৃষ্টি হবে না। অবস্থাটি সৃষ্টি হবে যদি ব্যক্তির মনে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা ও ভয় উভয়টি থাকে।

তাই আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী–

১. তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দের অর্থ যথাক্রমে আল্লাহভীতি ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি যথার্থ হবে না।

২. তাকওয়া শব্দের অর্থ এমন হতে হবে যাতে শুধু আল্লাহভীতি নয় আল্লাহর ভালোবাসাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তথ্য-২

তাকওয়া শব্দের উৎপত্তি আরবি وَقٰى শব্দ হতে। প্রসিদ্ধ আরবি-ইংরেজি অভিধান AL-MAWRID-এ শব্দটির যে সকল অর্থ লেখা হয়েছে–

- God fearing- আল্লাহভীতি।
- Godly- আল্লাহপ্রেমী, গভীরভাবে ধার্মিক।
- Devout- ধর্মপ্রাণ, আন্তরিক, ধার্মিক, সাগ্রহ।
- Pious- ধার্মিক, সৎ।
- Religious- ধর্মীয়, ধার্মিক, ধর্মনিষ্ঠ, বিবেকী, ধর্মীয় নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

তাহলে দেখা যায়– তাকওয়া শব্দটি যে শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে তার আভিধানিক অনেক অর্থের মধ্যে নিম্নের তিনটি অর্থও আছে–

১. আল্লাহভীতি।
২. আল্লাহপ্রেম/আল্লাহর ভালোবাসা।
৩. গভীরভাবে ধার্মিক।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে একজন ব্যক্তিকে গভীরভাবে ধার্মিক হতে হলে তার অবশ্যই আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান থাকতে হবে।

মুত্তাকী হলো তাকওয়াধারী ব্যক্তি। তাই, তাকওয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দ দুটির অর্থ এমন হতে হবে যার মধ্যে থাকবে–

১. আল্লাহভীতি।
২. আল্লাহপ্রেম/আল্লাহর ভালোবাসা।
৩. আল্লাহর জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান।

স্বাস্থ্য-সচেতন বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানে ও মানে। তাই আভিধানিক অর্থ ও সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায়–

১. তাকওয়া শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে আল্লাহ সচেতনতা (Allah consciousness)।
   কারণ– আল্লাহ সচেতনতা কথাটির মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় এবং আল্লাহর জানানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান আছে।

২. মুত্তাকী বলে গণ্য হবে সে ব্যক্তি–

- যার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় আছে।
- যিনি আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তা) জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান রাখেন।
- আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা থাকার জন্য আল্লাহর জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা পালন করার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি জীবন দিতেও দ্বিধা করেন না।

তাই, তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আল্লাহ সচেতনতা' ও 'আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি' হওয়া আকল/Common sense/বিবেক সম্মত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense/আকলের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– তাকওয়া শব্দের অর্থ হবে আল্লাহ সচেতনতা এবং মুত্তাকী শব্দের অর্থ হবে আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।

কুরআন

তথ্য-১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা/সচেতনতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা (মু'মিনরা) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারে। অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সরবরাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকওয়ার সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি জানানো হয়েছে এভাবে– প্রথমে বলা হয়েছে কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর এটির কারণ বলা হয়েছে এভাবে– 'যাতে তারা (মু'মিনরা) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারে'। তাই, সহজে বলা যায়– তাকওয়ার সংজ্ঞার মধ্যে কুরআনে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ তাকওয়ার সংজ্ঞা হলো আল্লাহ সচেতনতা তথা কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক বর্ণনার জ্ঞান

থাকা। আর মুত্তাকী হলো তাকওয়াবান তথা কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক বর্ণনার জ্ঞান থাকা এবং সে অনুযায়ী কাজ (আমল) করা ব্যক্তি।

তথ্য-২

পরবর্তীতে আসা কুরআনের বহু তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাবে যে– তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো 'আল্লাহ সচেতনতা'। আর মুত্তাকী শব্দের অর্থ হলো 'আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি'।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense/আকলের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– তাকওয়া শব্দের অর্থ হবে আল্লাহ সচেতনতা এবং মুত্তাকী শব্দের অর্থ হবে আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

পরবর্তীতে আসা সুন্নার বহু তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাবে যে– তাকওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহ সচেতনতা এবং মুত্তাকী শব্দের অর্থ আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।

তাকওয়া অর্জন করার উপায়

তাকওয়া তথা আল্লাহ সচেতনতার মূল বিষয় হলো আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তা) জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি–

১. কুরআন।
২. সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)।
৩. আকল/Common sense/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান।

তাই, একজন ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে তথা আল্লাহর জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির যেকোনো একটির মাধ্যমে।

তবে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে গুণগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল ও প্রমাণিত এবং মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান, তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল/Common sense/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান : আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান।

বুনিয়াদি তাকওয়া ও মুত্তাকী

যেকোনো বিষয়ের বুনিয়াদি (ভিত্তি) অবস্থা হলো ঐ বিষয়ের প্রাথমিক বা শুরুর অবস্থা। অর্থাৎ বিষয়টি সর্বপ্রথম যে অবস্থায় বা রূপে থাকে সে অবস্থা বা রূপ। ঐ প্রাথমিক অবস্থার ওপর পরবর্তীতে বিষয়টি গড়ে ওঠে। যেমন– একটি ইমারাতের ভিত্তি হলো ইমারাতটির প্রাথমিক অবস্থা বা শুরুর অবস্থা। ঐ ভিত্তির ওপরে পরবর্তীতে ইমারাতটি গড়ে ওঠে।

তাই 'তাকওয়া' বিষয়টির প্রাথমিক বা শুরুর অবস্থা হবে বুনিয়াদি (ভিত্তি) তাকওয়া। ঐ বুনিয়াদি তাকওয়ার ওপর পরবর্তীতে তাকওয়ার ইমারাতটি

গড়ে উঠবে। আর বুনিয়াদি 'মুত্তাকী' বলে গণ্য হবে সে ব্যক্তি যে বুনিয়াদি তাকওয়া লাভ/অর্জন করেছে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– তাকওয়া তথা আল্লাহ সচেতনতার মূল বিষয় হলো আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তা) জানানো/শেখানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির জ্ঞান। আর এ বিষয়গুলো জানার আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক। উৎস ৩টির মধ্যে মানুষ শুধু আকল/Common sense/বিবেক উৎসটি জন্মগতভাবে মহান আল্লাহর কাছ হতে পায় (কখন, কোথায় ও কীভাবে আল্লাহ এ উৎসটি মানুষকে দিয়েছে তা কুরআন ও সুন্নাহ হতে আমরা পরে জানবো)। তাই, মানুষ যে উৎস হতে সর্বপ্রথম আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান জানতে পারে বা শেখে তা হলো– আকল/Common sense/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান।

আর তাই সহজে বলা যায়–

১. আকল/Common sense/বিবেক হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান জানার প্রথম, বুনিয়াদি বা ভিত্তি উৎস।
২. মানুষের জন্মের সময় আকল/Common sense/বিবেকের ভান্ডারে যে সকল জ্ঞান থাকে সেগুলো হবে বুনিয়াদি জ্ঞান।
৩. আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা অবস্থা হলো আল্লাহ সচেতনতা বা তাকওয়া।
৪. বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস আকল/Common sense/বিবেকের বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান জানা ও অনুসরণ করা এবং সেগুলো পালন করার জন্য প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা ব্যক্তি মুত্তাকী ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

এখন আমরা সত্য উদাহরণ এবং কুরআন ও সুন্নার তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝার চেষ্টা করবো।

বিভিন্ন সত্য উদাহরণের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা

মহান আল্লাহ কুরআনের বিষয়সমূহ বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবগুলোকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে যে সকল বিষয়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তা হলো– সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ) ও সত্য কাহিনি (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)। আয়াতটির ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– কুরআনের বিভিন্ন বিষয় বোঝা বা ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিভিন্ন ধরনের সত্য উদাহরণ।

অন্যদিকে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী রসুল স.ও কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানের জন্য আরবি গ্রামার নয়, বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা তিনি বুঝিয়েছেন এভাবে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ

وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ রা. বলেন– আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

তাই প্রথমে আমরা বুনিয়াদি তাকওয়াসহ তাকওয়া বিষয়টির বিভিন্ন দিক বিভিন্ন সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে জানা ও বোঝার চেষ্টা করবো। তারপর কুরআন ও সুন্নার তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক চূড়ান্তভাবে জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যে সকল সত্য উদাহণের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হবে–

- যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটার।
- রক্ত-মাংসের কম্পিউটার (মানুষের সম্মুখ ব্রেইন)।
- মানব সভ্যতার ইতিহাস।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি।

যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা

বর্তমান যুগের কম্পিউটার (Computer) একটি যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি। এটি আবিষ্কার হওয়ার আগে কুরআন ও সুন্নার অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় তাকওয়া ও মুত্তাকী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পর সে অবস্থা কেটে গেছে। কারণ, কম্পিউটারের যান্ত্রিক (Mechanical) ও প্রায়োগিক (Applied) দিকের সাথে মানব ব্রেইনের জ্ঞানের শক্তির গঠন (Anatomy) ও প্রায়োগিক (Applied) দিক এবং কুরআন ও সুন্নায় থাকা তাকওয়া ও মুত্তাকী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের সাথে ব্যাপক মিল আছে। তাই চলুন এখন কম্পিউটারের যান্ত্রিক (Mechanical) ও প্রায়োগিক (Applied) দিক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে আজ হতে মাত্র কয়েক বছর আগে (১৯৪৬ খৃ.)। কম্পিউটার তৈরিকারী প্রকৌশলীগণ তৈরি করার সময়, একটি জ্ঞানভান্ডার (বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার) (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme) কম্পিউটারে সংযোজন করে দেন। ঐ বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও কর্মনীতির ভিত্তিতে কম্পিউটার অনেক কাজ সঠিকভাবে করে দিতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় সমাধান করতে পারে না। তবে, নতুন জ্ঞান/তথ্য (RAM) যোগ করলে

কম্পিউটারের ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় (Dynamic Computer) এবং যন্ত্রটি নতুন বিষয়ের সমাধান দিতে পারে। আবার ভুল জ্ঞানের (Virus) কারণে কম্পিউটারের ক্ষমতা কমে যায়।

যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটার (Computer) সম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তৈরি করা। এতদিন প্রকৃতিতে এটি ঢাকা ছিল। বিজ্ঞানীরা শুধু সে ঢাকনা উন্মোচন (Discover) করেছে।

রক্ত-মাংসের কম্পিউটারের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা

মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশ ধারণ করে জ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন শক্তি। যান্ত্রিক কম্পিউটারের (Computer) সাথে অনেক দিক থেকে এটির মিল আছে। তাই, মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশকে আল্লাহর তৈরি রক্ত-মাংসের কম্পিউটার বলা চলে। প্রকৃত কথা হলো কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে মানব ব্রেইনের জ্ঞানের শক্তি পর্যালোচনা করে। চলুন এখন রক্ত-মাংসের এ কম্পিউটারের গঠন (Anatomy) ও প্রায়োগিক (Applied) দিক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

মানব ব্রেইন

মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।
২. মধ্য ব্রেইন (Mid brain)।
৩. পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)।

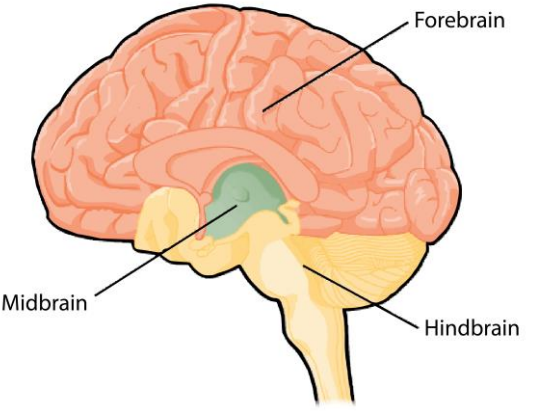

সৃষ্টিগতভাবে মনের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) চার ভাগে বিভক্ত–

১. Frontal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার সম্মুখ দিকে। অর্থাৎ মানুষের কপালের পেছনে।

২. Parietal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পাশে ওপরের দিকে।

৩. Temporal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পাশে নিচের দিকে।

৪. Occipital lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার পেছনের দিকে।

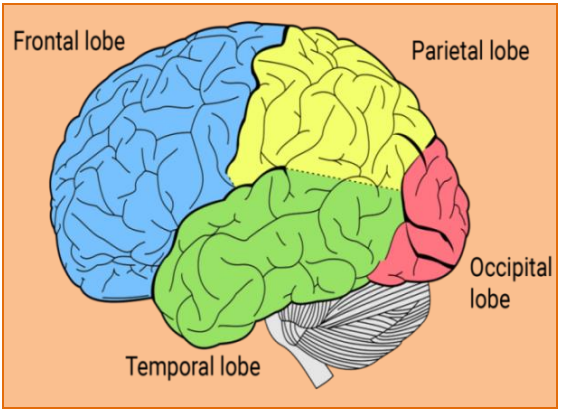

মানব মন

মানব মন (Mind), জ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন শক্তি ধারণকারী বস্তুগত-অস্তিত্বহীন (Vertual) একটি আধার।

অবস্থান

মানব শরীরে মনের (Mind) অবস্থান মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। ছবি দেখুন–

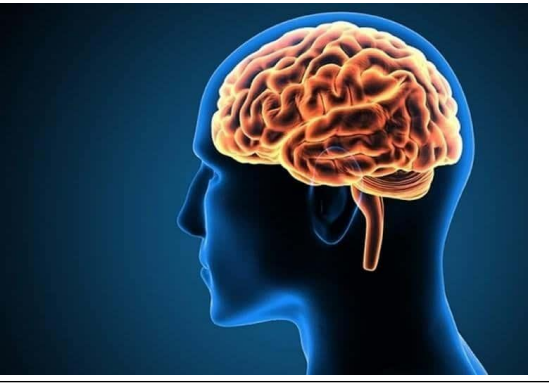

কাজ (Function)

মানব মন সৃষ্টিগত/জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারণ করে–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/Common sense/বিবেক)
২. চিন্তা শক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom, Conductual power) [ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি]।

আধারটির শক্তির বিষয়গুলো সৃষ্টিগতভাবে বিভক্ত হয়ে সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশে নিম্নভাবে অবস্থিত–

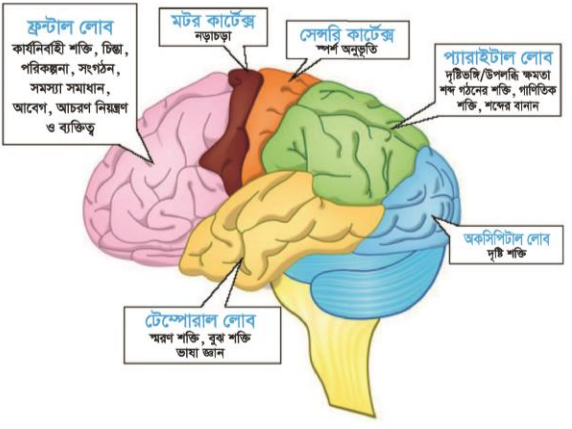

ক. সম্মুখ ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Frontal lobe) থাকা বিষয়সমূহ–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/Common sense/বিবেক)
২. চিন্তা শক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি (Behavior controlling power)
৯. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom, Conductual power) [ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি]।

সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো এর সম্মুখ অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের ঠিক পেছনে অবস্থিত।

খ. সম্মুখ ব্রেইনের Parietal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ–

১. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
২. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
৩. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
৪. বানান শক্তি (Spelling power)

গ. সম্মুখ ব্রেইনের Temporal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ–

১. স্মরণ শক্তি (Memory)
২. বুঝের শক্তি (Understanding power)
৩. ভাষা শক্তি (Languistic power)

ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে পুরো মানব শরীর অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Clinical death বলে। তবে, ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে হার্টের স্পন্দন চালু থাকে। কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে তখন ফুসফুসকে চালু না রাখলে বেঁচে থাকার প্রধান বিষয় অক্সিজেনের অভাবে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-এর মতো মানব মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এরও আছে–

১. Memory (জ্ঞানভান্ডার)।
২. Processing power (বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচার-ফায়সালা ইত্যাদি ক্ষমতা)।
৩. Programme (কর্মনীতি)।

Common sense-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) হলো গতিশীল (Dynamic)। অর্থাৎ Common sense-এর জ্ঞানভান্ডার (Memory) বাড়লে/বাড়াতে পারলে বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচার ফায়সালা ইত্যাদি ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায় তথা Common sense উৎকর্ষিত হয়।

মানব ব্রেইনের কোষ (Neurone) তথা কার্যকরী এককের সংখ্যা ৮৬ শত কোটি। মানব শিশু, ব্রেইনের **পূর্ণ সংখ্যক কোষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।** জন্মের পর হতেই মানব ব্রেইনের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। **১ম বছরেই** ব্রেইনের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়।

মানব ব্রেইনের বৃদ্ধি/বিকাশের মাত্রার সময়কাল–

- ২ (দুই) বছর বয়সে ৮০ ভাগ।
- ৩ (তিন) বছর বয়সে ৯০ ভাগ।
- ৫ (পাঁচ) বছর বয়সে ১০০ ভাগ।

৪০ বছর বয়স থেকে ব্রেইনের কোষ সংখ্যা প্রতি ১০ বছরে প্রায় ৫% হিসেবে অকেজো (Degeneration) হতে থাকে।

সাধারণ অবস্থায় মানব ব্রেইনের কোষের শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ কাজ করে। আর বাকি অংশ রিজার্ভ থাকে। যে যত বেশি চিন্তা-ভাবনা (গবেষণা) করে তার ব্রেইনের রিজার্ভ কোষগুলো তত অধিক সংখ্যায় সক্রিয় হয়। অর্থাৎ যে যত অধিক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করে তার ব্রেইন তত অধিক শক্তিশালী বা উৎকর্ষিত হয়। বিজ্ঞান অনুযায়ী মানব ব্রেইনের ক্ষমতা বর্তমান কালের সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটারের ক্ষমতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

রক্ত-মাংসের কম্পিউটারের জ্ঞানের উৎস

এটি এক বিরাট প্রশ্ন যে রক্ত-মাংসের কম্পিউটার তথা সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের শক্তিটি মানুষ কবে, কোথায় ও কীভাবে পেল? কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু কম্পিউটার (Computer) প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে সে তথ্য বোঝা কঠিন ছিল। কুরআন ও সুন্নার

সে তথ্য হতে (পরে আসছে) সহজে জানা যায়, জ্ঞানের শক্তিটি হলো– মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তৈরি এবং সেটি জন্মগতভাবে সকল মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। তবে এটির প্রযুক্তি ও শক্তি মানুষের তৈরি কম্পিউটার হতে বহুগুণে উন্নত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা

আদি যুগ হতে পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান ও কাজের (আমল) মধ্যকার মিল ও অমিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

ক. যে জ্ঞান মানব সভ্যতার সকল যুগে অভিন্ন

আদি যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে নিম্নের বিষয় তিনটির জ্ঞান অভিন্ন আছে তথা পরিবর্তন হয়নি–

১. সৃষ্টিকর্তার সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ

আদিকাল হতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে– মানুষের মূল সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা একজন। তবে কিছু ধর্মে মূল সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তার সন্তান, স্ত্রী ও অংশীদার থাকার বিষয়টি বিশ্বাস করা হয়।

২. ন্যায়-নীতি, বান্দার হক বা মানবাধিকার ধরনের বিষয়

পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ, এমনকি সংশয়বাদী (নাস্তিক) ব্যক্তিরাও ন্যায়-নীতি, বান্দার হক বা মানবাধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে একমত। অর্থাৎ সত্য বলা উচিত, মিথ্যা বলা নিষেধ, মানুষের উপকার করা ভালো, ক্ষতি করা নিষেধ, ঘুষ খাওয়া নিষেধ, অন্যায় হত্যা নিষেধ, চুরি ও ডাকাতি করা নিষেধ, মানুষের সম্পদ ফাঁকি দেওয়া নিষেধ, অভাবীদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য সাহায্য করা উচিত, অহেতুক গালাগালি করা নিষেধ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ একমত।

৩. অন্য মানুষের অন্ধঅনুসরণ না করা

অন্য মানুষের অন্ধঅনুসরণ না করার জ্ঞানটি সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এটি মানুষের স্বভাবজাত/জন্মগতভাবে পাওয়া একটি বিষয়। আর এ গুণটি যে স্বভাবজাত/জন্মগতভাবে পাওয়া তা বোঝা যায় নিম্নের তথ্যসমূহ থেকে–

- মানব শিশুরা তাদের মতের বিরোধী কথায় বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ করে। সে কথা– মা, বাবা, ভাই, বোন যারই হোক না কেন। প্রতিবাদ করার বিষয়টি শিশুদের কেউ শেখায় না। অর্থাৎ বিষয়টি মানব শিশুরা জন্মগতভাবে পায়।
- 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার' কথাটি সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে।
- মতবিরোধ বা মতপার্থক্য মানব সমাজের অতিপরিচিত বিষয়।
- 'নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো' প্রবাদ বাক্যটি মানব সমাজে চালু থাকা।

খ. যে জ্ঞানে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান

১. খাদ্য ও পানীয় তালিকা।
২. উপাসনার আচার-অনুষ্ঠান।
৩. বিবাহ, তালাক ইত্যাদি।

এ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সহজে বলা যায় আদি যুগ হতে মানবজাতির জ্ঞানের মধ্যে–

- অভিন্ন তথা মিল থাকা বিষয়ের সংখ্যা অসংখ্য।
- ভিন্নতা তথা অমিল থাকা বিষয়ের সংখ্যা খুব কম।

প্রশ্ন হলো অসংখ্য বিষয়ের জ্ঞান ও কাজে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ এমনকি নাস্তিক ব্যক্তিরাও আদিকাল হতে একমত হলো কীভাবে? এ প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে। সে উত্তর হলো– একমত হওয়া জ্ঞানগুলো সকল মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তা হতে লাভ করেছে জন্মগতভাবে। আর ভিন্নতা থাকা বিষয়গুলোর জ্ঞান পরবর্তীতে কোনো না কোনোভাবে মানুষের জ্ঞানে যোগ হয়েছে। মানুষ সবসময় তার জ্ঞানের অনুরূপ কাজ করে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে–

১. তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ হলো যথাক্রমে আল্লাহ সচেতনতা ও আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।
২. মুত্তাকী (আল্লাহ সচেতন) ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন সে ব্যক্তি যার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় আছে এবং যে আল্লাহ তা'য়ালার জানানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা ইত্যাদি জানে ও মানে এবং প্রয়োজন হলে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদি মানার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করে না।

৩. বুনিয়াদি/ভিত্তি তাকওয়া হলো সে জ্ঞান যা মানুষ জন্মগতভাবে তাদের সৃষ্টিকর্তা হতে লাভ করে।

তাই, মানব সভ্যতার জ্ঞান ও কাজের ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়–

১. সৃষ্টিকর্তার সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ, অন্ধঅনুসরণ না করা এবং ন্যায়-নীতি, বান্দার হক বা মানবাধিকামূলক বিষয়গুলো হলো বুনিয়াদি বা ভিত্তি তাকওয়া।

২. সৃষ্টিকর্তার সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ, অন্ধঅনুসরণ না করা এবং ন্যায়-নীতি, বান্দার হক বা মানবাধিকারমূলক বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা ব্যক্তি হলো বুনিয়াদি/ভিত্তি মুত্তাকী ব্যক্তি।

স্বাস্থ্য সচেতনতার উদাহরণের ভিত্তিতে তাকওয়ার বিভিন্ন দিক জানা ও বোঝা

কুরআনের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। তাই, কুরআনের বিষয়ের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ের অপূর্ব মিল আছে। এ জন্য একটি জানা থাকলে অন্যটি জানা ও বোঝা সহজ হয়।

স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত কিছু সঠিক তথ্য–

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান।
- স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে এবং তা মেনে চলে।
- স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে যত বেশি জ্ঞান রাখে ও তা মেনে চলে তাকে তত বেশি স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি বলা হয়।
- স্বাস্থ্য সম্পর্কে ১টি সঠিক জ্ঞান রাখা ও তা মেনে চলা ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি বলে গণ্য হয়। তবে তার মান সর্বনিম্নে।

সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ হতে আসা সত্য শিক্ষা।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি– তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ হলো যথাক্রমে আল্লাহ সচেতনতা ও আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি। তাহলে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি সম্পর্কিত সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. আল্লাহর শেখানো সঠিক জ্ঞান জানা হলো তাকওয়া।
২. তাকওয়ার মাত্রা নির্ধারিত হবে আল্লাহর শেখানো সঠিক জ্ঞান জানার মাত্রা দিয়ে।
৩. বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহর শেখানো সঠিক জ্ঞান যে অধিক জানবে এবং তা মেনে চলবে সে অধিক মুত্তাকী বলে গণ্য হবে।
৪. আল্লাহর শেখানো একটিমাত্র সঠিক জ্ঞান জানা ও মেনে চলা ব্যক্তিও মুত্তাকী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। তবে তার মান হবে সর্বনিম্ন।

সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে বুনিয়াদিসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চূড়ান্ত রায়

উপর্যুক্ত ৪টি সত্য উদাহরণের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াসহ তাকওয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে রায় পাওয়া যায় (এবং পরে আসা কুরআন ও সুন্নাহ যা সমর্থন করে) তা হলো–

১. মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তিটির উৎস হলো মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ।
২. সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তিটি (রক্ত-মাংসের কম্পিউটার) মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন। অর্থাৎ জ্ঞানের এ উৎসটি (রক্ত-মাংসের কম্পিউটার) মানুষ সৃষ্টিকর্তা হতে সর্বপ্রথম লাভ করেছে।
৩. সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তিটির নাম হলো আকল/Common sense/বিবেক।
৪. শক্তিটির আছে Memory (জ্ঞানভান্ডার), Processing power (বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচার-ফায়সালা ইত্যাদি ক্ষমতা) ও Programme (কর্মনীতি)।
৫. আকল/Common sense/বিবেকের বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার হলো বুনিয়াদি আল্লাহ সচেতনতা তথা বুনিযাদি তাকওয়া।
৬. যেকোনো সত্য জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করে। আর মিথ্যা জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে অবদমিত করে।
৭. তাকওয়ার জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা ব্যক্তি হলো মুত্তাকী ব্যক্তি।
৮. বুনিয়াদি তাকওয়ার একটিমাত্র সঠিক জ্ঞান জানা ও মেনে চলা ব্যক্তিও মুত্তাকী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। তবে তার মান হবে সর্বনিম্ন।

কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়া ও মুত্তাকী

আমরা এখন কুরআন ও সুন্নায় থাকা তাকওয়া ও মুত্তাকী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে বুনিয়াদি তাকওয়া ও মুত্তাকীর বিভিন্ন দিক চূড়ান্তভাবে জানবো, ইনশাআল্লাহ।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ .

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তারা বললো, অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী নানা কবীরা গুনাহ করেছি। আর তাই কবীরা গুনাহর জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন না)।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তারা বললো, অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য হতে জানা যায়– মহান আল্লাহ, প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানব রুহ স্বেচ্ছায় তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী কবীরা গুনাহ করেছি)' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ হতে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে প্রথম অঙ্গীকার কী বিষয়ে নেওয়া হয়েছিল তা জানানো হয়েছে।

আয়াতাংশে অঙ্গীকার নেওয়ার কারণ বলা হয়েছে– মানুষ যেন দুনিয়া হতে ফিরে গিয়ে কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। তাই রুবুবিয়াত বিরোধী নানা কবীরা গুনাহ (বড়ো গুনাহ) করেছে। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে রুবুবিয়াতের বিরোধী কাজ (গুনাহ) করার জন্য মানুষকে দায়ী করা ও শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হতো না। কারণ, জানতে না পারার দরুন কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচারের বিরোধী। রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে– আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তৌহিদ (একত্ববাদ) এবং আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর মানব রুহের কাছ হতে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন কি না।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর মানব রুহের কাছ হতে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। বিষয়টি জানা যায় নিম্নের আয়াতসমূহ হতে–

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(কুরআনের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না।
(সুরা আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : 'মানুষ আগে জানে না' কথাটির অর্থ হলো– রুহের জগতে বা জন্মগতভাবে মানুষকে শেখানো হয়নি। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় জানানো হয়েছে যা রুহের জগতে শেখানো হয়নি। তবে রুহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও আল্লাহর কিতাবে আছে।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না'-এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসুল মুহাম্মাদ স. রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা রুহের জগতে মানুষকে শেখানো হয়নি। তবে রুহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও তিনি শেখাবেন।

... ... فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

... ... এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর কাছে হতে যুগে যুগে পথনির্দেশিকা (কিতাব) পৃথিবীতে যাবে, যারা সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তথা জানবে ও মানবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না। কারণ, ঐ পথনির্দেশিকায় রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য উল্লেখ থাকবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত ৩টি হতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– রুহের জগতে মানব রুহের কাছ হতে আল্লাহ 'রব' হওয়ার অঙ্গীকার নেওয়ার সময় রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। তাই, আলোচ্য (৭/১৭২) আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা হলো–

১. রুহের জগতে মহান আল্লাহ সকল মানব রুহের কাছে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চান। সকল মানব রুহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দেয়।

২. ঐ অনুষ্ঠানে রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তৌহিদ বিয যাত) সরাসরি জানানো/শেখানোর পর তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।
৩. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল এভাবে–
মহান আল্লাহ বলেছিলেন– যুগে যুগে আমার কাছ হতে রুবুবিয়াতের সকল বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) পৃথিবীতে যাবে। ঐ গ্রন্থ পড়ে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল বিষয় না জানলে রুবুবিয়াত বিরোধী নানা ধরনের কবীরা গুনাহ করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস হতে হবে (পরের আয়াতে ধ্বংস শব্দটি আছে) তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, আমার প্রেরিত গ্রন্থের জ্ঞানার্জন ও তা অনুসরণ করার অঙ্গীকার চাচ্ছি। সকল মানব রুহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছিল। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

তথ্য-২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রুহের জগতে সকল মানব রুহ হতে আল্লাহকে রব হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য বিষয় কী ছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকবে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানানো অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি হলো– দুনিয়া হতে ফিরে এসে কিয়ামতের দিন মানুষ যেন আল্লাহর কাছে এটি বলে আবেদন করতে না পারে যে– 'রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধঅনুসরণ (তাকলীদ) করে আমরা তা করেছি। অতএব পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের

ও মনীষীদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'। এ আবেদন করার সুযোগ থাকলে ঐ সকল শিরকের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হয় না।

কোনো বিষয়ে একজন মানুষের অন্যের অন্ধঅনুসরণ করা লাগে ঐ বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান না থাকলে। তাই বলা যায়, এ আয়াতে রুবুবিয়াতের তৃতীয় একটি বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল এভাবে– মহান আল্লাহ বলেছিলেন বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করলে নানা ধরনের শিরক করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, রুবুবিয়াতের বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে শিরক করা হতে বিরত রাখার জন্য একটি জ্ঞানের উৎস আমি দেবো যা সকলের কাছে সবসময় থাকবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার সময় ঐ উৎসের রায়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার সকলের কাছে চাচ্ছি। সকল মানব রুহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছিল।

সারমর্ম হিসেবে বলা যায়– রুহের জগতের তৃতীয় অঙ্গীকারটি ছিল সকলের কাছে সব সময় উপস্থিত থাকা আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের উৎসকে উপেক্ষা করে রুবুবিয়াত বিরোধী শিরক (ও অন্যান্য বড়ো) বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণ করে ধ্বংস (দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও পরকালে চিরকালের জাহান্নাম ভোগ) না হওয়ার অঙ্গীকার।

[অন্ধঅনুসরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।]

তথ্য-৩

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

'ইসম' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে (মানব জাতিকে) 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে 'সকল ইসম' শেখান। তারপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

প্রশ্ন হলো– মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে 'ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছেন? প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– আল্লাহ আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। অর্থাৎ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে– বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শিখিয়েছেন।

এ ব্যাখ্যা সঠিক ধরলে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন আসে তা হলো– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শেখানো মহান আল্লাহর মতো সত্তার মর্যাদার সাথে মানায় কি?
প্রশ্নটির সহজ উত্তর হলো– অবশ্যই মানায় না।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানব জীবনের সকল কাজ চারভাগে বিভক্ত–

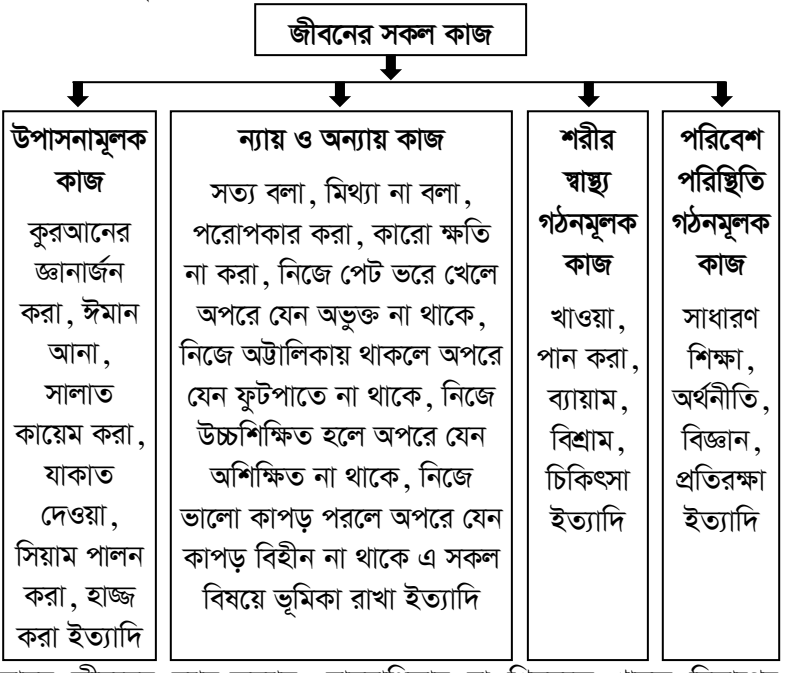

মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায়, মানবাধিকার বা খিদমতে খালক বিভাগের বিষয়গুলো গুণবাচক বিষয়।

আরবি ভাষায় 'ইসম' চার শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম)
২. বিশেষণ/Adjective (গুণবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ/Adverb

তাই আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে সকল মানব রুহকে মানব জীবনের গুণবাচক ইসম তথা মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা, ন্যায়-নীতি বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখান। অর্থাৎ সত্য বলা উচিত, মিথ্যা বলা নিষেধ, মানুষের উপকার করা ভালো, ক্ষতি করা নিষেধ, ঘুষ খাওয়া নিষেধ, অন্যায় হত্যা নিষেধ, চুরি ও ডাকাতি করা নিষেধ, মানুষের সম্পদ ফাঁকি দেওয়া নিষেধ, অভাবীদের অন্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য সাহায্য করা উচিত, অহেতুক গালাগালি করা নিষেধ ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উপর্যুক্ত তথ্য ৩টির আয়াতসমূহ হতে জানা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রুহের জগতে অঙ্গীকার ও ক্লাস নিয়ে সকল মানব রুহকে ৩টি বিষয় শিখিয়েছেন–

১. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তাওহিদ বিয যাত)।
২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসকে উপেক্ষা করে তথা অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করে শিরক না করা।
৩. ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা বান্দার হকমূলক বিষয়ের জ্ঞান।

তথ্য-৪

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) যথাযথ গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা : ৭ নং আয়াতটি হতে জানা যায়– মানুষের মনকে যথাযথ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথ গঠন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর ৮ নং আয়াতটি হতে জানা যায়– 'ইলহাম' নামক অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে মানুষের মনে অন্যায়-ন্যায় তথা ন্যায়-নীতি,

মানবাধিকার বা বান্দার হক বিভাগের সকল বিষয় জানা-বোঝার একটি জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন।

তাহলে ওপরে উল্লিখিত যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-এর উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায়– রুহের জগতে মহান আল্লাহ ক্লাস নিয়ে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন সে জ্ঞান অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে মানুষের মনকে দেওয়া জ্ঞানের শক্তিটিতে, বুনিয়াদি/ভিত্তি (Basic) জ্ঞানভান্ডার (Memory) হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। Computer-এর মতো মানব মনের জ্ঞানের শক্তিটিকে দেওয়া হয়েছে– বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme)।

মানুষের মনের জ্ঞানের ঐ শক্তিটি হলো– আকল/Common sense/ বিবেক। যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-হতে মানব মনের জ্ঞানের শক্তিটিতে অতিরিক্ত আছে– স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, হিংসা, অহংকার, নম্রতা, ভদ্রতা ইত্যাদি।

অন্যদিকে রুহের জগতে অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে শেখানো বিষয় দুটিও (আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ ও অপর মানুষের অন্ধঅনুসরণ ক্ষতিকর) আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে সহজে বোঝা যায়।

আয়াত ২টির (আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮) ভিত্তিতে বলা যায়– মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষকে সর্বপ্রথম জ্ঞানের যে উৎস প্রদান করেছেন তা হলো আকল/Common sense/বিবেক। আর ঐ উৎসে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তা হলো–

১. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদের (তাওহিদ বিয যাত) জ্ঞান।
২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসকে উপেক্ষা করে তথা অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করে শিরক না করার শিক্ষা।
৩. ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা বান্দার হকমূলক বিষয়সমূহের জ্ঞান।

বুনিয়াদি (ভিত্তি) জ্ঞান হলো– মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষকে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান প্রদান করেছেন সে জ্ঞান।

তাই আলোচ্য আয়াত ২টির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. জ্ঞানের বুনিয়াদি উৎস হলো– আকল, Common sense বা বিবেক।
   কারণ, জ্ঞানের এ উৎসটি মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হতে জন্মগতভাবে তথা সর্বপ্রথম পেয়েছে।

২. বুনিয়াদি জ্ঞান হলো–

ক. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদের (তাওহিদ বিয যাত) জ্ঞান।

খ. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসকে উপেক্ষা করে তথা অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করে শিরক না করার জ্ঞান।

গ. ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা বান্দার হকমূলক বিষয়সমূহের জ্ঞান।

আর এর কারণ হলো– আল্লাহ প্রদত্ত এ তিন ধরনের জ্ঞান ব্রেইনে ধারণ করে প্রত্যেক মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে।

আল হাদীস

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً. هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭১৮১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আরবি অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো–

১. স্ব-জ্ঞান (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান)।
২. নৈসর্গিক জ্ঞান (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)।
৩. প্রকৃতি (সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিষয়সমূহ)।

তাই, হাদীস ২টি হতে জানা যায়– প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানভান্ডারসহ জ্ঞানের একটি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান শিখিয়ে অন্য ধর্মে নিয়ে যায়।

আর তাই হাদীস দুটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ প্রদত্ত ভান্ডার ধারণ করা জ্ঞানের একটি উৎসসহ জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানব শিশু জ্ঞানভান্ডারসহ জ্ঞানের একটি বুনিয়াদি উৎসসহ জন্মগ্রহণ করে। এ উৎসটি হলো– আকল/Common sense/বিবেক।
২. আকল/Common sense/বিবেক পরিবর্তিত হয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ **مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ** قَالَ: **أَتْقَاهُمْ** . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ

عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে **সবচেয়ে মর্যাদাশীল** কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে **যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।** তখন তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মানব সম্পদ কারা সেটি জিজ্ঞেস করছো? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রথমাংশে লোকদের প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. বলেছেন– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাশীল হবে সে ব্যক্তি যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। অর্থাৎ যে জন্মগতভাবে অধিক শক্তিশালী তাকওয়া তথা অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি তাকওয়ার অধিকারী। আর কথাটির এ ব্যাখ্যা যে সঠিক তা বোঝা যায় হাদীসটির শেষাংশের বক্তব্য হতে।

হাদীসটির শেষাংশে রসুল স. বলেছেন– 'জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে'। এ বক্তব্যটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন–

১. জাহেলী যুগে যারা জন্মগতভাবে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি তাকওয়ার অধিকারী ছিল তারা যদি সে সমাজে উপস্থিত সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে তবে তারা তাদের সমাজে উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

২. ঐ ব্যক্তিরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে তবে তারা ইসলামী সমাজেও উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ . . . . . حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ; যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে রৌপ্য ও স্বর্ণের উদাহরণের মাধ্যমে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য মানব সভ্যতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্যটি হলো– খনি হতে তোলার পর থেকেই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে। খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। আবার অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি হয়।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)। তাই, মানুষ মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হয়। দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি এ পার্থক্যের কারণ নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো– জ্ঞানের শক্তি (উৎস) আকল/Common sense/বিবেক।

যে অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ যার বুনিয়াদি তাকওয়া বেশি মর্যাদাশীল এবং সে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে চলে, সে তার সমাজে অধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে গণ্য হয়।

যেকোনো সত্য জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়ার ক্ষমতা (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) বাড়ায়। তবে যে বেশি শক্তিশালী বুনিয়াদি তাকওয়া নিয়ে জন্মায় তার তাকওয়ার ক্ষমতা অধিক বাড়ে। মিথ্যা জ্ঞান শক্তিটির ক্ষমতা কমায়।

শেষাংশের ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির শেষাংশের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ: زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى. قَالَ زِدْنِي. قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স.-এর কাছে এক লোক এসে বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় বলে দিন। তিনি বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরও বেশি দিন। তিনি বললেন– তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরও বেশি দান করুন। তিনি বললেন– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমার জন্য কল্যাণ লাভ সহজ করুন, তুমি যেখানেই থাকো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ স.-এর কছে দোয়া/নসিহত চাইলে রসূলুল্লাহ স. তাকে পাথেয় হিসাবে 'তাকওয়া' দেওয়ার জন্য তথা তার তাকওয়াকে উন্নত করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেছেন।

সফর বিশেষ করে বিপদ-আপদ থাকা সফরে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় উন্নত উপস্থিতবুদ্ধি। তাই, রসুল স. প্রকৃতভাবে সফরে তথা বিপদ-আপদে লোকটির বুনিয়াদি তাকওয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে উৎকর্ষিত করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেন।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ... ... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. সামুরাহ বিন জুনদুব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-আসকালানী রহ. হতে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন– সামুরাহ বিন জুনদুব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– অভিজাত বংশধারা (Noble descent) হলো সম্পদ এবং মহানুভবতা (Generosity) হলো তাকওয়া।

- ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪২১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অভিজাত বংশধারা হলো সম্পদ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে আভিজাত বংশধারাকে সম্পদ বলা হয়েছে। এর কারণ হলো–

১. মানুষ বংশ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditarily) বিভিন্ন গুণ পায়। ঐ গুণগুলো হলো 'সম্পদ'। সে গুণের সবচেয়ে বড়োটি হলো উন্নত আকল/Common sense তথা বুনিয়াদি তাকওয়া।
২. অভিজাত বংশের পরিবেশে থাকার কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditarily) পাওয়া বুনিয়াদি তাকওয়া আরও উৎকর্ষিত হয়।

'মহানুভবতা হলো তাকওয়া' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে মহানুভবতাকে সরাসরি তাকওয়া বলা হয়েছে। মহানুভবতার প্রতি শব্দ হলো মানবতা, বড়ো মন ইত্যাদি। নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের গুণগুলো মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই হাদীসটির এ অংশ অনুযায়ী তাকওয়া হলো– নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের গুণগুলো। আর মুত্তাকী হবে নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের গুণগুলো ধারণ করা ও মেনে চলা ব্যক্তি।

মানব জীবনে সর্বমোট ৪ বিভাগের বিষয় আছে।

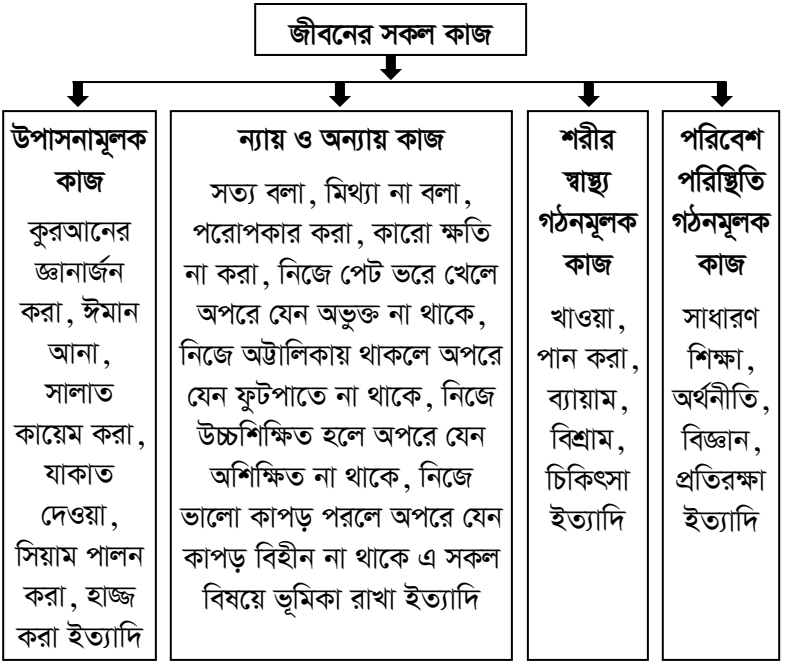

এ ৪ বিভাগের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। অন্য তিন বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি) বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম) বিভাগের বিষয়।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী তাকওয়ার মূল বিষয় হলো নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের বিষয়গুলো। আর মানব জীবনেরে অন্য ৩ বিভাগের বিষয়গুলো হলো সহায়ক তাকওয়া।

সম্মিলিত শিক্ষা : স্বাস্থ্য সচেতনতা, কম্পিউটার, মানব ব্রেইন ও মন এবং মানব জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত ইতোমধ্যে আলোচিত বিষয়সমূহ সামনে রাখলে আল কুরআন ও হাদীসের ওপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ হতে বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান, উৎস, তাকওয়া ও মুত্তাকী সম্পর্কে যে বিষয়সমূহ নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় তা হলো–

১. জ্ঞানের বুনিয়াদি উৎস হলো– আকল, Common sense বা বিবেক।

২. বুনিয়াদি জ্ঞান হলো–

ক. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদের (তাওহিদ বিয যাত) জ্ঞান।

খ. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসকে উপেক্ষা করে তথা অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করে শিরক না করার জ্ঞান।

গ. ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা বান্দার হকমূলক বিষয়সমূহের জ্ঞান।

৩. মানুষের বুনিয়াদি তাকওয়া (বুনিয়াদি আল্লাহ সচেতনতা) হলো ওপরে উল্লিখিত বিষয় ৩টির জ্ঞান থাকা।

৪. বুনিয়াদি উৎসটিকে আল্লাহ একটি বুনিয়াদি বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) প্রদান করেছেন।

৫. বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা এবং সেটির ভান্ডারের জ্ঞানসমূহ অনুসরণ করে চলা ব্যক্তি বুনিয়াদি মুত্তাকী বলে গণ্য হবে।

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

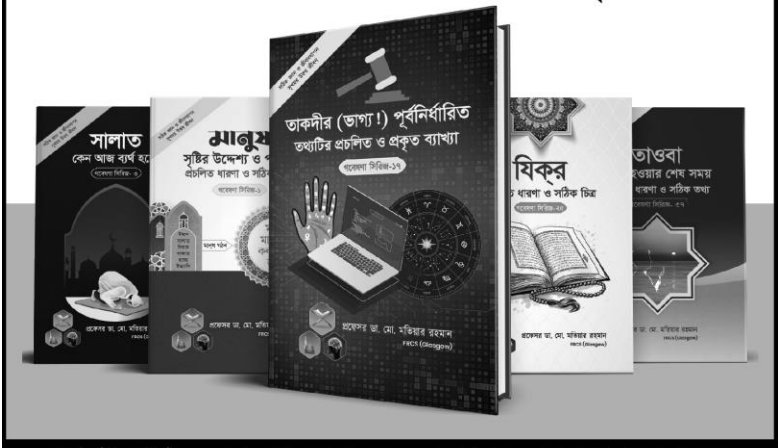

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

এটি (কুরআন) সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটি) একটি পথনির্দেশিকা (Manual), মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন হলো তাকওয়াসম্পন্ন তথা আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা। আল্লাহ সচেতনতার বুনিয়াদি (ভিত্তি) জ্ঞান হলো আকল/Common sense/ বিবেকের জ্ঞান।

তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো–

১. কুরআন হতে পথনির্দেশ পেতে হলে কমপক্ষে বুনিয়াদি তাকওয়াসম্পন্ন হতে হবে।
২. যাদের বুনিয়াদি তাকওয়া যত বেশি উৎকর্ষিত তারা কুরআন হতে তত বেশি পথনির্দেশ পাবে।
৩. যারা বুনিয়াদি তাকওয়াকেও কাজে লাগায় না তারা কুরআন হতে পথনির্দেশ পাবে না।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়া উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-২

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ .
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়

(বোঝার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (মনকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (মনকে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৭-১০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষের মনকে যথাযথ গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে সহায়তা করার উপযোগী করে মনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– 'ইলহাম' নামক অতি প্রাকৃতিক উপায়ে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে মানুষের মনে অন্যায়-ন্যায় তথা ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা বান্দার হক বিভাগের সকল বিষয় জানা-বোঝার একটি জ্ঞানের শক্তি বা উৎস দিয়েছেন। মানুষের মনে আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞানের শক্তিটি হলো আকল/Common sense/বিবেক। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি মানুষের জন্মের সময় এ উৎসটির জ্ঞানের যে অবস্থা থাকে সেটি হলো বুনিয়াদি (ভিত্তি) আল্লাহ সচেতনতা বা বুনিয়াদি তাকওয়া।

৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে জ্ঞানের উৎসটিকে বুনিয়াদি অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারলে মানুষ জীবন পরিচালনা করে সফল হবে। অর্থাৎ বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করতে পারলে মানুষ জীবন পরিচালনা করে সফল হবে।

১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মানব মনে থাকা জ্ঞানের উৎসটিকে অবদমিত করলে মানুষ জীবন পরিচালনা করে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক বুনিয়াদি তাকওয়াকে অবদমিত করলে মানুষ জীবন পরিচালনা করে ব্যর্থ হবে।

তাই, আয়াতগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়া উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে

তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যার তাকওয়া উৎকর্ষিত। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত। (সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে নিশ্চয়তা ও সরাসরিভাবে জানা যায় যে– যার তাকওয়া উৎকর্ষিত সে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই, আয়াতটি অনুযায়ীও বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ يَّعۡقِلُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا ۚ

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের বক্তব্য হলো পৃথিবী ভ্রমণ করলে এমন মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এর কারণ হলো– দেশ ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা নতুন নতুন বিষয় (উদাহরণ/জ্ঞান) দেখে আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে কুরআন পড়ে ও শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়।

জন্মের সময়কার আকল/Common sense/বিবেক হলো বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস বা বুনিয়াদি তাকওয়া। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়া উৎকর্ষিত করতে পারলে কুরআন পড়ে ও শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। আর তাই, এ আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়া উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ **مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ** قَالَ: **أَتْقَاهُمْ** . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ

خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! **মানুষের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাশীল কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী/উৎকর্ষিত তাকওয়াসম্পন্ন**। তখন তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মানবসম্পদ কারা সেটি জিজ্ঞেস করছো? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাশীল হলো সে ব্যক্তি যে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি তাকওয়া বা উৎকর্ষিত তাকওয়াসম্পন্ন। তাই হাদীসটি অনুযায়ী বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ . . . . . حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . . . . . ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ।

সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে রৌপ্য ও স্বর্ণের উদাহরণের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য মানব সভ্যতাকে জানিয়ে দিয়েছেন। খনি হতে তোলার পর থেকেই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি। খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। আবার অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি হয়।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)। তাই, মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মানুষ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হয়। দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি এ পার্থক্যের কারণ নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের শক্তি/উৎস আকল/Common sense/বিবেক। যে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই বেশি মর্যাদাশীল। আর যে কম শক্তিশালী বুনিয়াদি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই কম মর্যাদাশীল।

'জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা : জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ– যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়া বা না পৌঁছার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেককেও জীবন পরিচালনায় কাজে লাগায় না।

তাই, হাদীসটির এ অংশের ব্যাখ্যা হলো–

১. জাহেলী সমাজের যে ব্যক্তি সে সমাজের সত্য জ্ঞান দিয়ে তার বুনিয়াদি জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং তা ব্যবহার করে চলে সে জাহেলী সমাজে অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের (সত্য জ্ঞান) মাধ্যমে তাঁর বুনিয়াদি জ্ঞানের শক্তি আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে ইসলামী সমাজেও সে অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ীও বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

চূড়ান্ত রায় : ওপরে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

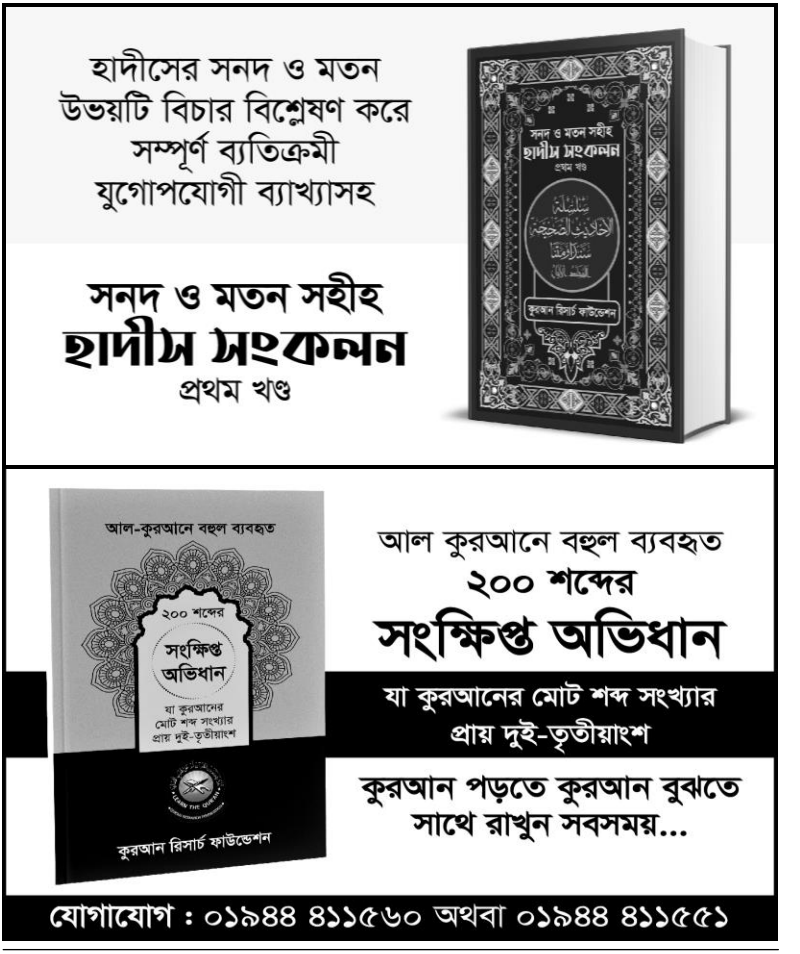

বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের অনির্দিষ্ট তথ্য

অব্যবহিত পূর্বের অধ্যায়ে (কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার গুরুত্ব) যে সকল আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে তাকওয়ার কোনো বিষয় (Subject) উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, ঐ আয়াত ও হাদীসগুলো এ অধ্যায়েরও কুরআন ও হাদীসের তথ্য বলে গণ্য হবে।

বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় (Subject) সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

এখন আমরা যে সকল বিষয় (Subject) দিয়ে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার কথা কুরআন ও সুন্নাহ সুনির্দিষ্ট করে বলেছে তা জানার চেষ্টা করবো।

সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের তালিকা–

১. কুরআন
২. হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)
৩. উপাসনামূলক ইবাদাত
৪. মানব শারীরবিজ্ঞান
৫. প্রাণী, মহাকাশ, পর্বত, সমতলভূমি, সামরিক বিজ্ঞান
৬. তথ্য-প্রযুক্তি (ICT) বিজ্ঞান
৭. উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৮. সমাজ বিজ্ঞান
৯. ইতিহাস
১০. মনীষীদের ইজমা ও কিয়াস।

১. কুরআন বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা/সচেতনতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা (মু'মিনরা) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারে। অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সরবরাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে ... ... ' অংশের ব্যাখ্যা : কথাটির মাধ্যমে, অনেক ভাষা থাকতে কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করার বিশেষ কারণ আছে বলে জানানো হয়েছে। সে কারণের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো–

ক. আরবি ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা।

এটির প্রমাণ–

- আরবি ভাষায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কম।
- অন্য ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী সর্বনাম অভিন্ন, কিন্তু আরবিতে বেশির ভাগ সর্বনাম ভিন্ন।
- অন্য ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গ নেই, কিন্তু আরবিতে বেশির ভাগ ক্রিয়ার লিঙ্গ আছে।

খ. আরবি ভাষার একটি শব্দ অন্য ভাষার একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশ করে। তাই, লিখতে কাগজ ও কালি কম খরচ হয়, বইয়ের আয়তন ছোটো হয় এবং পড়তে কম সময় লাগে। যেমন–

সে একজন পুরুষ খুলেছে	فَتَحَ
সে একজন পুরুষ সাহায্য করেছে	نَصَرَ
সে একজন পুরুষ মেরেছে	ضَرَبَ
সে একজন পুরুষ শুনেছে	سَمِعَ

গ. আরবি ভাষায় একটি শব্দের সামান্য পরিবর্তন হয়ে অনেক শব্দ তৈরি হয়। তাই, পাঠককে খুব বেশি শব্দ জানার প্রয়োজন হয় না। যেমন– অতীতকাল, নামপুরুষ, পুরুষবাচক, একবচনের ক্রিয়া শব্দের (মূলক্রিয়া) সামান্য পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি হয়।

'তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা/সচেতনতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা (মু'মিনরা) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারে। অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সরবরাহ করে' অংশের ব্যাখ্যা : ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি প্রত্যেক মানুষ বুনিয়াদি তাকওয়ার (আল্লাহ সচেতনতা বা জ্ঞান) অধিকারী। তাই, আয়াতটিতে থাকা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্য হলো–

ক. আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের (ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) জ্ঞান সম্বলিত বক্তব্য আছে।

খ. কুরআন অধ্যয়ন করে ঐ জ্ঞানসমূহ অর্জনের মাধ্যমে মু'মিনদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উৎকর্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ . قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের (জ্ঞানের) উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কাঠিন্য/চাতুরতা) নেই যাতে তারা (মানুষ) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য হলো–

ক. আল কুরআনে সকল ধরনের (ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) জ্ঞানের উদাহরণ সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ. কুরআন অধ্যয়ন করে ঐ জ্ঞানসমূহ অর্জনের মাধ্যমে মানুষের বুনিয়াদি তাকওয়াকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উৎকর্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য-৩

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আকল/Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ২)

ব্যাখ্যা : ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– প্রত্যেক মানুষ বুনিয়াদি আকল/Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর জাগ্রত আকল/Common sense/বিবেক হলো তাকওয়া।

তাই, আয়াতটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য হলো– কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে– মানুষ যেন কুরআন অধ্যয়ন করে নিজেদের বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়দি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করতে পারে।

তথ্য-৪

إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

নিশ্চয় আমরা এটিকে প্রণয়ন করেছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা আকল/Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো। (সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩)

ব্যাখ্যা : ৩ নং তথ্যের আয়াতটির অনুরূপ।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَرِمِي ..... عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

ইমাম দারেমী রহ. কা'ব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন 'আসিম রহ. হতে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন– কা'ব রা. বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা– আকলের উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝরনার বিবেচনায় এটি আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নবতর

কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেন– তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত (কুরআন) নাযিলকারী, যা অন্ধ দৃষ্টি, বধির কান এবং ঢাকা মনকে (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) উন্মুক্ত করে দেবে।

◆ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৩২৭।

◆ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন মানুষের ঢাকা আকল/Common sense/বিবেককে উন্মুক্ত তথা উৎকর্ষিত করে। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান মানুষের বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেককে তথা বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করে।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও অনেক তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

কুরআনের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত বুনিয়াদি তাকওয়ার গুরুত্ব ও ব্যবহার

কুরআনে থাকা জ্ঞান হলো অন্য সকল জ্ঞানের সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ

রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual), পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং **সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।**

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী' বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনের জ্ঞান হলো অন্য যেকোনো জ্ঞানের সঠিকত্ব/নির্ভুলতা যাচাই করার মানদণ্ড।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত বুনিয়াদি তাকওয়া অন্য যেকোনো জ্ঞানের নির্ভুলতা যাচাইয়ের মানদণ্ড হবে।

২. কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত বুনিয়াদি তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. সুন্নাহ/হাদীস বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

..... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

আর আমরা তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিকে মুহাম্মদ স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহর নিয়োগপত্র বলা যায়।

তথ্য-২

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ . فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ .

(হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠন (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও (ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব) নিশ্চয় আমাদের।

(সুরা আল কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

ব্যাখ্যা : ১৯ নং আয়াতটি হতে জানা যায় রাসুল স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যা জিব্রাইল আ. বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ .

যে রসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায়– সুন্নাহ গ্রহণ ও অনুসরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৪

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ

আর এমনিভাবে আমরা তোমাদের একটি মধ্যপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী (উদাহরণ) হতে পারো এবং রসূল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষী (উদাহরণ)।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– সুন্নাহ তথা সনদ ও মতন সহীহ হাদীস হবে মুসলিমদের কথা ও কাজ যাচাই করার একটি মানদণ্ড। তবে এটির অবস্থান হবে কুরআনের অধীন।

তথ্য-৫

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

আর সে (রসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(সুরা আন-নাজম/৫৩ : ৩-৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় রসূল স. যা বলতেন, যে কাজ করতেন বা যেসব বিষয়ের অনুমোদন দিতেন, তা সবই আল্লাহ তা'য়ালার সম্মতি নিয়েই করতেন।

তথ্য-৬

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

আমরা কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুল স.-এর আনুগত্য করা নিষেধ। অর্থাৎ রসুল স.-এর আনুগত্য শর্ত তথা আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম সাপেক্ষ।

আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান চারটি বিষয় হলো–

ক. রসুলুল্লাহ স.-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে।

খ. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে সেটি অনুসরণ করতে হবে।

গ. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর তা অনুসরণ করতে হবে।

ঘ. ব্যাখ্যা কখোনো মূল বক্তবের বিপরীত হয় না। সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ স.-এর বলার অধিকার নেই। তাই, কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদন রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা নিষিদ্ধ।

তথ্য-৭

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ . قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের (জ্ঞানের) উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কাঠিন্য/চাতুরতা) নেই যাতে তারা (মানুষ) তাকওয়াবান হতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য হলো–

ক. আল কুরআনে সকল ধরনের (ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) জ্ঞানের উদাহরণ সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ. কুরআন অধ্যয়ন করে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষের বুনিয়াদি তাকওয়াকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উৎকর্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটি এবং ইতোমধ্যে আলোচিত হওয়া এ ধরনের আরও আয়াত হতে জানা যায়– সুন্নাহর জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ . . . . . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا **النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ** ﷺ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূল স. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন– শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে, যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), **সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর স. সুন্নাহ।** নিশ্চয় মুসলিম একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হাজ্জের ভাষণের অংশ। তাই এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল স.-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশ হতে জানা যায়, কুরআন ও সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে না মানলে বিপথগামী হতে হবে। তাই হাদীস দুটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত এবং তা অনুসরণ না করলে বিপথগামী হতে হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي. . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ **إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ** وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

ইমাম নাসাঈ রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. তাঁর খুতবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র সত্য/নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম (বাস্তবায়ন) পথ হলো মুহাম্মাদ স.-এর প্রদর্শিত পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দুটি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের

নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় একমাত্র সত্য/নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা : মানবজীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

'আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন (Applied) পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم . . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ **فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ** وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি স. আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দুটির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি স. আরও বলতেন– **অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম (বাস্তবায়ন) পথ হলো মুহাম্মাদ স.-এর প্রদর্শিত পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) কথা ধারণকারী সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

'আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন (Applied) পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিতসহ আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. সুন্নাহ তথা সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।
২. কুরআনের তাত্ত্বিক (Theoretical) ব্যাখ্যা হিসেবে কুরআন সর্বোত্তম। আর কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতি জানার সর্বাধিক সঠিক উপায় হলো রসুল স.-এর ফে'য়লী হাদীস।

সুন্নাহ দিয়ে উৎকর্ষিত বুনিয়াদি তাকওয়ার ব্যবহার : সুন্নাহ তথা সনদ ও মতন সহীহ হাদীস দিয়ে উৎকর্ষিত বুনিয়াদি তাকওয়ার প্রধান ব্যবহার হবে কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির ব্যাখ্যা জানা এবং বাস্তবে সে জ্ঞান প্রয়োগ করা।

৩. উপাসনামূলক ইবাদাত বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

ক. সালাত বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ **وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ** وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ **وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ** .

(সালাতে) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো নেকী (কল্যাণ/সাওয়াব) নেই। বস্তুত নেকী অর্জনকারী হলো সে– যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে, **আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে,** যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যবাদী। আর **তারাই হলো মুত্তাকী।**

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তারমধ্যে একটি হলো– সালাত প্রতিষ্ঠা করা। আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে, আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পালন করা ব্যক্তিগণ হলো মুত্তাকী ব্যক্তি।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে হতে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও

পঠিত বিষয় দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

তাই, আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি উপায় হলো সালাত নামক ইবাদাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের শিক্ষা তাকওয়ার বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডারে যুক্ত করা।

তথ্য-২

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ.

আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে। **এটি (সালাত) (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার অতিবড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য।**

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যা

সালাত দুইভাবে মানুষকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে সহায়তা করে–

১. সালাতে পঠিত কুরআনের মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically)। সালাতে শুধু কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক (ফরজ)।
২. সালাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে (Practically)।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত নামক ইবাদাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের শিক্ষা।

তথ্য-৩

... ... وَمَا جَعَلۡنَا الۡقِبۡلَةَ الَّتِىۡ كُنۡتَ عَلَيۡهَاۤ اِلَّا لِنَعۡلَمَ مَنۡ يَّتَّبِعُ الرَّسُوۡلَ ؕ مِمَّنۡ يَّنۡقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيۡهِ ؕ ... ...

... ... তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য ভালোভাবে বুঝতে হলে সেটা নাযিলের পটভূমি আগে জানা দরকার। মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানরা প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত পড়ত। পরে আল্লাহর নির্দেশ আসে কাবা শরীফের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত পড়ার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তা পালন করতে শুরু করে। এটি দেখে কাফেররা উপহাস করে বলতে লাগলো– দেখ মুসলিমরা কী পাগলামি শুরু করেছে। কাল তারা সালাত পড়েছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর আজ পড়ছে পূর্ব দিকে মুখ করে। কাফেরদের এই কথার জবাবে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ঐ কেবলা পরিবর্তন করার আদেশের উদ্দেশ্যটি বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলছেন, সালাত পড়ার সময় তোমাদের মুখ একদিক হতে আর একদিকে ফেরানোর অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের যে আদেশ আমি দিয়েছিলাম, তার পেছনে মুখ ফেরানোর অনুষ্ঠানটি করানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি জেনে নেওয়া– কে রসূলকে তথা রসূলের মাধ্যমে দেওয়া আমার আদেশ মেনে নেওয়াকে তাদের অন্য সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেয়।

এ বক্তব্য হতে বোঝা যায়– সালাতের সময় কাবার দিকে মুখ ফেরানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি আদেশের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য শুধু ঐ অনুষ্ঠানগুলো পালন করানো নয়। এর পেছনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহর আদেশ পালনের মানসিকতা তৈরির শিক্ষা দেওয়া। যাতে সালাত আদায়কারী সালাতের বাইরের প্রতিটি কাজ আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করে পালন করে।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত নামক ইবাদাতের অনুষ্ঠান হতে দিতে চাওয়া আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতার শিক্ষা।

তথ্য-৪

... ... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশে (অনুল্লিখিত) সালাতের আগে ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কখন ও কীভাবে তা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতটির উল্লিখিত অংশে মহান আল্লাহ ঐ আদেশের কারণ নেতিবাচক ও ইতিবাচকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতটির উল্লিখিত অংশের প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন– সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানে থাকা কাপড় ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার শর্ত আরোপের পেছনে মানুষকে কষ্ট দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হলো– মানুষকে শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া। আর সে নীতিমালা হলো– শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ, প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা বা রাখা।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত নামক ইবাদাতের অনুষ্ঠান হতে দিতে চাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা।

খ. যাকাত বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ **وَاٰتَى الزَّكٰوةَ** وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

(সালাতে) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো নেকী (কল্যাণ/সাওয়াব) নেই। বস্তুত নেকী অর্জনকারী হলো সে– যে আল্লাহ,

আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, **যাকাত দেয়,** অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যবাদী। আর **তারাই হলো মুত্তাকী।**

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে থাকা যাকাত অংশের ব্যাখ্যা করে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি উপায় হলো যাকাত নামক ইবাদাতের শিক্ষা তাকওয়ার বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডারে যুক্ত করা।

গ. সিয়াম বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ **الصِّيَامُ** كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.**

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর **সিয়াম** ফরজ করা হয়েছে যেমন (তা) ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা **(এর অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ ধরনের) তাকওয়াসম্পন্ন হতে পারো।**

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : সিয়ামের অনুষ্ঠানের বিশেষ শিক্ষা হলো– পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি উপায় হলো সিয়াম নামক ইবাদাতের বিশেষ শিক্ষা তাকওয়ার বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডারে যুক্ত করা।

ঘ. হাজ্জ বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ **التَّقْوٰى** ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ.

হাজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট। সুতরাং যে এ মাসগুলোতে হাজ্জকে নিজের ওপর ফরজ করে নিয়েছে সে যেন হাজ্জের সময়ে (মাসগুলোতে) অশ্লীল কাজ, পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর (হাজ্জ হতে জীবনের) পাথেয় সংগ্রহ করো, **অতঃপর অবশ্যই (হাজ্জ হতে অর্জিত) সর্বোত্তম পাথেয় হলো (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা (তাক্ওয়া)।** আর আমার সম্পর্কে সচেতন হও, হে উলিল আলবাবগণ!।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৯৭)

ব্যাখ্যা : হাজ্জের অনুষ্ঠানের বিশেষ শিক্ষা হলো– আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি উপায় হলো হাজ্জ নামক ইবাদাতের বিশেষ শিক্ষা তাকওয়ার বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডারে যুক্ত করা।

ঙ. কুরবানী বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ .....

কখনই এদের গোশতো এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না বরং পৌঁছে (এর অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা (তাক্ওয়া)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : কুরবানীর বিশেষ শিক্ষা হলো– প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি জীবন উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি উপায় হলো কুরবানী নামক ইবাদাতের বিশেষ শিক্ষা তাকওয়ার বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডারে যুক্ত করা।

উল্লিখিতসহ কুরআনের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– উপাসনামূলক ইবাদাতসমূহ তথা উপাসনামূলক ইবাদাতসমূহের শিক্ষা বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয়।

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)
তথ্য-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈ রহ. হতে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুল স. বললেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন– আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) আঘাত করেছে।

অতঃপর তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি কাজগুলোকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেওয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার সাথে সাথে কেউ যদি মানুষকে গালি দেয়, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করে,

কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে তবে তার ইবাদাতগুলো পরকালে কাজে আসবে না (কবুল হবে না) এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ ঐ কাজগুলো হতে দূরে থাকা হলো ইবাদাতগুলোর শিক্ষা। তাই, ইবাদাতগুলো পালন করার পর ঐ কাজগুলো করার অর্থ হলো ইবাদাতগুলো পালন করে তা হতে শিক্ষা না নেওয়া এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করা।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদাত হতে দিতে চাওয়া শিক্ষা।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الأَحْمَد .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. হতে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সালাত, সিয়াম ও সাদাকায় (যাকাত) প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী।

লোকটি আবার বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসূল স.) বললেন, সে জান্নাতী।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৯২৬।

♦ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও হাদীসটিতে প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রথম মহিলাকে

জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম (নফল) সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে জান্নাত পাবে। কী কারণে এ দুই মহিলার ঠিকানার ব্যাপক পার্থক্য হলো সেটি এক বিরাট প্রশ্ন, তাই না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– 'মানুষকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া' হলো ইবাদাতসমূহ হতে দিতে চাওয়া একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও মানুষকে (প্রতিবেশী) মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। এটি হতে বোঝা যায়– প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও সে সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। আর এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করেও মানুষকে (প্রতিবেশী) মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়নি। এটি হতে বোঝা যায় সালাত কম আদায় করলেও সে তা হতে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। আর এ কারণে তার ইবাদাতসমূহ কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পাবে।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত, সিয়াম ও যাকাত নামক ইবাদাত হতে দিতে চাওয়া শিক্ষা।

৪. মানব শারীরবিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

আর কিসাসের মধ্যে তোমাদের আয়ু রয়েছে হে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ! যাতে তোমরা তাকওয়া (উৎকর্ষিত) করে কাজে লাগাতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৯)

ব্যাখ্যা : কিসাসের একটি বিধান হলো অন্যায় হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসম্মুখে হত্যা করা। আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে এ বিধান পালিত হলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তারপর প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণকে এ তথ্যটির ভিত্তিতে নিজেদের বুনিয়াদি তাকওয়া

(সচেতনতা/জ্ঞান) উৎকর্ষিত করে আয়ু বাড়া ও কমা সম্পর্কিত প্রকৃত প্রোগ্রাম/বিধান আবিষ্কার এবং জীবন পরিচালনায় কাজে লাগাতে বলা হয়েছে।

মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কিসাসের বিধানকে সামনে রেখে আয়ু বাড়া ও কমা সম্পর্কিত আল্লাহ প্রণিত প্রোগ্রাম/বিধান আবিষ্কার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তথ্য-২

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ .

বলো– কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন বা কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? আর কে এ সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে– 'আল্লাহ'। অতঃপর বলো, তবুও কি তোমরা তাকওয়াকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাবে না?

(সুরা ইউনুস/১০ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে?' এবং 'কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন বা কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন?' কথা দুটি মানব শারীরবিজ্ঞানের কথা। কাফির-মুশরিকদের কাছে মানব শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত এ বিষয় দুটি কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশ্নটি করলে তারা বলে– আল্লাহ। অর্থাৎ তারা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর জানে।

এরপর 'তবুও কি তোমরা তাকওয়াকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাবে না?' প্রশ্নটি করার মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে মানব শারীরবিজ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত করে মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা মেনে চলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু হতে, তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু হতে, অতঃপর তোমাদের বের করে আনেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উপস্থিত হও তোমাদের যৌবনে, অতঃপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার পূর্বে। আর (এটি জানানো) এজন্য যে তোমরা যেন (বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে এবং আকল/Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা আল মু'মিন/৪০ : ৬৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে– প্রথমে মায়ের পেটে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধি স্তর তথা মানব শারীরবিজ্ঞানের ভ্রূণ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর মৃত্যুর বিভিন্ন অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবশেষে এ আলোচনার ২টি কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ১টি হলো, আয়াতটির তথ্যগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের জ্ঞানভান্ডারে যোগ করে বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে ব্যবহার করা। বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক হলো বুনিয়াদি তাকওয়া।

এ ধরনের উৎকর্ষিত তাকওয়া ব্যবহার হওয়ার স্থানসমূহ–

১. কুরআনের অন্য আয়াতে থাকা ভ্রূণ ও মৃত্যুর সময় জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা।
২. কুরআনের অন্য বিষয় ধারণকারী আয়াত জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা।
৩. অন্যগ্রন্থে (হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞান ইত্যাদি) বা সমাজে চালু ভ্রূণ ও মৃত্যুর সময় সম্পর্কিত কথা যাচাই করে গ্রহণ/বর্জন করার জন্য ব্যবহার করা।

তথ্য-৩

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ .

পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : আয়াত ৫টির বৈশিষ্ট্য–

১. এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল।

২. প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো মানব ভ্রূণ বিজ্ঞান। অর্থাৎ কুরআনের প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো মানব শারীরবিজ্ঞানের আয়াত।

৩. আয়াত ৫টিতে শুধু জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের সহায়ক বিষয় (কলম) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত ৫টির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে সহজে বলা যায়– আল কুরআন মানব শারীরবিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে।

তথ্য-৪

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের (দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের) জন্য বহু নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে। তোমরা কি দেখোনা?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : বর্তমানে 'দেখা' বলতে বোঝায় খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা। অন্যদিকে আয়াত দুটির উপস্থাপনের ধরনটি হলো তিরস্কারমূলক। যে কাজ না করলে মহান আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয় সেটি পালন না করা কবীরা গুনাহ। আর পালন করা বাধ্যতামূলক (ফরজ)।

তাই, আয়াত দুটির ভিত্তিতে বলা যায়– বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টি এবং নিজেদের শরীর দেখে জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। আর এটি বাধ্যতামূলক করার মূল কারণ হলো কুরআন যথাযথভাবে জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো সহজ/সম্ভব হওয়া। অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের জ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো সহজ/সম্ভব করে তার অর্ধেক হলো মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান। অন্যকথায় বলা যায়– মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য যেকোনো বিজ্ঞানের তুলনায় তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মূল উপাদান থেকে। অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা ফোঁটার আকৃতিরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু)। পরে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ফোঁটাকে পরিণত করি 'আলাকা'-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আলাকাকে পরিণত করি 'মুদগা'-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) মুদগা থেকে অস্থি তৈরি করি, তারপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিরূপে।

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)

ব্যাখ্যা : মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে আয়াতসমূহের সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ ..... أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ..... ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নিশাপূরী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

- হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি হলো– বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবন। এ ৪টি বিষয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। আর এর প্রধান ২টি কারণ হলো–

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য সব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

হাদীস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ رَيْعِ.

আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি রসূল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসূল স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শায়েখ তাজুদ্দিন বিন আতাউল্লাহ তাঁর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আমি আমার শায়েখ আবূল আব্বাস মুরসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এই হাদীসের দুটি ব্যাখ্যা আছে–
    ১. যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতাসহ চিনলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁর ইজ্জত, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতাসহ চিনলো।
    ২. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো এটিই প্রমাণ যে, সে তাঁর প্রভুকে আগেই চিনেছে।

    প্রথমটি হলো একজন সালেকের অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ্ প্রেমে ডুবন্ত মাজযুব ব্যক্তির অবস্থা।

- হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
- হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল। রসূল স. বলেছেন– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে।

রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী, মানব শারীরবিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চেনা তথা কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ..... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লহ ইবন্ উমার রা. বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার পূর্ব পর্যন্ত।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৮৮০।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) ও মতন সহীহ।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোনো কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে গলায় গরগরা শব্দ আসার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ আছে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত না করা থাকলে হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং হাদীসটির ওপর আমল করা অসম্ভব।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

৫. প্রাণী, মহাকাশ, পর্বত, সমতলভূমি ও সামরিক বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

তথ্য-১

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَقْفَةٌ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقْفَةٌ . وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَقْفَةٌ . وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَقْفَةٌ .

তারা কি দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডলকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : বর্তমানে 'দেখা' বলতে বোঝায় খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা। অন্যদিকে আয়াত দুটির উপস্থাপনের ধরনটি হলো

তিরস্কারমূলক। যে কাজ না করলে মহান আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয় সেটি পালন না করা কবীরা গুনাহ। আর পালন করা বাধ্যতামূলক (ফরজ)।

তাই আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে–

১. উট তথা প্রাণী জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।
২. মহাকাশকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।
৩. পর্বতমালাকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।
৪. পৃথিবীর বিস্তৃতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।

তাই বলা যায়, আয়াতসমূহের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– প্রাণিবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পর্বত বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞানের (ভূগোল) জ্ঞানার্জন করা/শেখা বাধ্যতামূলক (ফরজ)।

তথ্য-২

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۙ

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা/শিক্ষা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে ব্যাখ্যা করা/বোঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ ছোটো প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ছোটো-খাটো প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই তা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে– প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا

আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ (ক্ষুদ্র প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا .

এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করা বা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবহার করার কারণে অনেকে সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে ব্যবহার করে কেবল গুনাহগাররা পথভ্রষ্ট হয়।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৩

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ.

আর শত্রুদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখো যথাসাধ্য (বস্তুগত) শক্তি (অর্থনৈতিক, প্রচার, সামরিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি শক্তি) এবং সদা জাগ্রত অশ্বারোহী বাহিনী (সাঁজোয়া বাহিনী)। (ঐ সবের মান এবং পরিমাণ এমন হবে) যেন তা জেনে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের জানা-অজানা শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ৬০)

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে আয়াতটির আদেশ পালন করা সম্ভব নয়।

আল-হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওকবা ইবনে আমের রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আমি রসূল স.-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে সুরা আনফালের ৬০নং আয়াত (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো তীর (Missile) নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে হাদীসটির ওপর আমল করা সম্ভব নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ... ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

ইমাম বায়হাকী রহ. আনাস ইবনে মালেক রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

১. ইমাম বায়হাকী রহ. তাঁর রচিত 'শু'আবুল ঈমান'-গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং- ১৬৬৩।

২. হাদীসটির প্রথমাংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো) সনদের শুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে শেষাংশের 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ' বক্তব্য সকল মুহাদ্দিসের মতে সনদগতভাবে সহীহ এবং

৩. হাদীসটির প্রথম অংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো) মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআন বিশেষ করে সূরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের সাথে ভীষণভাবে সম্পূরক।

৪. হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক।
৫. হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. প্রথমে বলেছেন– 'তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো'। অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম অংশের মাধ্যমে রসূল স. মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

হাদীসটির শেষাংশে রসূল স. জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে বলার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। ঐ সময়ে চীন বা অন্যদেশে ইসলামী জ্ঞান ছিল না। আর আচার-ব্যবহার শেখার জন্য রসূল স.-কে রেখে অন্যদেশে যেতে বলার প্রশ্নই আসে না।

চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরজ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দেশে যেতে হবে।

তাই, এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মানব শারীরবিজ্ঞানের বাইরের বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয়।

৬. তথ্য-প্রযুক্তি (ICT) বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ
بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ....

অনুবাদ ('ওহী' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন।

(আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে সকল মানুষকে সামনে রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. **'ওহী'**-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা **'ওহী'**-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং সেটির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বোঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো– SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

তাই আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে–

১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি তথা তথ্য-প্রযুক্তি (ICT)।
২. আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর তথা DNA সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শারীরবিজ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি'** (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বইটিতে।

তথ্য-২

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ.

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে। আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে। সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্র (C.C.Camera), মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সার্ভার (Server) ইত্যাদি মানুষের অতি নিকটে। অর্থাৎ আল্লাহর সার্ভার থেকে মানুষের মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর তাদের ব্রেইনে পৌঁছে যায় প্রায় শূন্য সময়ে (Quantum entanglement)।

আর আল্লাহর অবস্থান কত নিকটে তা আরো সুক্ষ্মভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নিম্নের আয়াতটির মাধ্যমে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ یَحُوْلُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ.

আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং নিশ্চয় তারই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে। (সুরা আল আনফাল/৮ : ২৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে মহান আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থান। মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনকে যেমন আলাদা করা যায় না তেমনি মানুষের মন ও আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থানকে আলাদা করা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় Quantum entanglement। তাই, মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহর কাছ থেকে মানুষ পেয়ে যায় প্রায় শূন্য সময়ে।

'আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সার্ভারের (Server) মাধ্যমে মানুষের মনে জাগা সকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

'সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয়' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষেরা যেন আমার জানানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ পালন করার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের উত্তর দেয়।

'এবং আমার ওপর ঈমান আনে' অংশের ব্যাখ্যা : ঈমান অর্থ জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হলো– মানুষকে আমার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ নির্ভুলভাবে জানার জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

'যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ জীবন চলার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

তথ্য-৩

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

(সুরা লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াতভিত্তিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى.

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের জ্ঞান, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى.

অতঃপর যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্যা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى.

আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى.

অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী, আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শূন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى.

আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى.

আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।

ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো– অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা। কারণ অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থার অনেক বিষয় মানুষের আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী। তাই, আকল/Common sense/বিবেকের সাথে যুদ্ধ করে সেগুলো পালন করতে হয়।

আর তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী, আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শূন্য সময়ের মধ্যে। ফলে তার জন্য অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থার পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . حَدَّثَنَا قُتَيْبَة . . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- গ্রন্থসমূহ-
  ১. বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১০৯
  ২. বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদীস নং-৭০৩
  ৩. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-১০৬০১
  ৪. নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১০৩৩২
  ৫. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৪০
  ৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৮০।

অংশভিত্তিক অনুবাদ

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন– রসূল স. আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ হতে জ্ঞান লাভ করা যায়।

يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ،

তিনি বলেছেন- তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অতঃপর এ দু'আ পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : অতঃপর এ দু'আ পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে আমার বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি সচেতনতাকে (তাকওয়া) উৎকর্ষিত করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ،

আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،

কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না। আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন, আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দ্রুত কিংবা দেরিতে আমার জন্য কল্যাণকর হবে,

তাহলে আমার জন্য তার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বোঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আপনার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে এটিতে সফল হওয়ার জন্য আপনার নির্ধারিত প্রোগ্রাম সহজে জানা ও বোঝার জ্ঞান সরবরাহ করে আমার বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি সচেতনতাকে (তাকওয়া) উৎকর্ষিত করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দ্রুত কিংবা দেরিতে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দিন)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে আপনার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে জ্ঞান পাঠিয়ে আমার বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি সচেতনতাকে (তাকওয়া) উৎকর্ষিত করে দিন যাতে আমার জন্য সেটি হতে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي.

অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

তিনি বলেছেন– هَذَا الْأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়–

১. ইস্তিখারা সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো– একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কল্যাণকর হবে কি না সেটি জানা-বোঝা সহজ হওয়ার জন্য আল্লাহর সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে নিজ বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি সচেতনতাকে (তাকওয়া) উৎকর্ষিত করে দেওয়ার প্রার্থনা করা।

২. অতঃপর কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বোঝার জন্য ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে জ্ঞান তথা সচেতনতা (তাকওয়া) লাভ করার প্রার্থনা করা।

৩. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

৪. কাজটি কল্যাণকর না হলে সেটি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হওয়া এবং কল্যাণকর অন্য কোনো কাজ করার দিকে মনকে ঝুঁকানোর জন্য ক্ষুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমে জ্ঞান তথা সচেতনতা (তাকওয়া) লাভ করার জন্য প্রার্থনা করা।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ: زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى. قَالَ زِدْنِي. قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স.-এর কাছে এক লোক এসে বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় বলে দিন। তিনি বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরও বেশি দিন। তিনি বললেন– তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে

আরও বেশি দান করুন। তিনি বললেন– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমার জন্য কল্যাণ লাভ সহজ করুন, তুমি যেখানেই থাকো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ স.-এর কছে দোয়া/নসিহত চাইলে রসুলুল্লাহ স. সফরের পাথেয় হিসাবে তাকে সর্বপ্রথম 'তাকওয়া' দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেছেন। পাথেয় হলো একটি কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

সফরে (বিশেষ করে তখনকার সময়) মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ মোকাবেলা করতে হয়। ঐ বিপদ-আপদ সঠিকভাবে সামাল দিতে না পারলে জীবনও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হাদীসটিতে অসংখ্য বিপদ-আপদ মোকাবেলা করে সফরে সফল হওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ স. সর্বপ্রথম ব্যক্তিটিকে উপস্থিত তাকওয়া তথা উপস্থিত সচেতনতা তথা উপস্থিতবুদ্ধি প্রদান করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– তথ্য-প্রযুক্তি (ICT) বিজ্ঞানের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

৭. উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ .

বলো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন বা কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? আর কে এ সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে– 'আল্লাহ'। অতঃপর বলো, তবুও কি তোমরা তাকওয়াকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাবে না? (সুরা ইউনুস/১০ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন?' কথাটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কথা। কাফির-মুশরিকদের কাছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কিত এ বিষয়টি কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশ্নটি করলে তারা বলে 'আল্লাহ'। অর্থাৎ তারা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর জানে।

এরপর 'তবুও কি তোমরা তাকওয়াকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাবে না?' প্রশ্নটি করার মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত করে মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা মেনে চলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে।

তথ্য-২

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ . وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

আর অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য (বৈজ্ঞানিক) শিক্ষা রয়েছে। আমরা তা থেকে তোমাদের পান করাই, যা হলো তাদের পেটের, গোবর ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। আর খেজুর গাছের ফল ও আঙুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্যগ্রহণ করে থাকো। নিশ্চয় এতে অবশ্যই আকল/Common sense/ বিবেক সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু (বৈজ্ঞানিক) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৬৬, ৬৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, দুধ, খেজুর ও আঙুর ফলের মধ্যে আকল/Common sense/ বিবেকসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– জাগ্রত আকল/Common sense/বিবেক হলো আল্লাহ সচেতনতা তথা তাকওয়া।

আকল/Common sense/বিবেক সকল মানুষের কাছে জন্মগতভাবে আছে। তাই, আয়াত দুটির প্রকৃত বক্তব্য হলো– বুনিয়াদি তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ঐ তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করে ব্যবহার করার জন্য।

তথ্য-৩

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهَا ؕ وَمِنَ الۡجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيۡضٌ وَّحُمۡرٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهَا وَغَرَابِيۡبُ سُوۡدٌ ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالۡاَنۡعَامِ مُخۡتَلِفٌ اَ لۡوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ .....

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমরা এ দিয়ে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানান রঙের গিরিপথ, সাদা, লাল ও নিকষ কালো। আর এভাবে রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু (বিজ্ঞানের) জ্ঞানীগণ।

(সুরা আল ফাতির/৩৫ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব শারীরবিজ্ঞানীগণ। তাই, আয়াতাংশের শিক্ষা হবে নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে। অর্থাৎ যে সকল প্রকৃত মুসলিম তাদের বুনিয়াদি আল্লাহ সতেনতা তথা বুনিয়াদি তাকওয়াকে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব শারীরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করেছে তারাই শুধু যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করে।

তথ্য-৪

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصۡلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرۡعُهَا فِى السَّمَآءِ ۙ . تُؤۡتِىۡۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍۢ بِاِذۡنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ.

তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ) হলো উত্তম গাছ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে।

(সুরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা বোঝানো হয়েছে–

১. একটি সুন্দর গাছ– কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।
২. মূল সুদৃঢ়– কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।
৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত– কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।
৪. প্রত্যেক মওসুমে তার রবের অনুমতিক্রমে ফলদান করে– কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা বা বোঝানোর জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার মাধ্যমে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জাগ্রত বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক হলো বুনিয়াদি আল্লাহ সচেতনতা তথা বুনিয়াদি তাকওয়া। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– কালিমা তাইয়্যেবা ব্যাখ্যা করার জন্য বুনিয়াদি তাকওয়াকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার ধারণা হলো– সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু

আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয়।

৮. সমাজ বিজ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

(হে নবী) বলো, আসো তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই। তা এই যে– তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। আর যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা Common sense/আকলকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাতে পারো।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে মানুষের সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষে ঐ তথ্যগুলো বর্ণনা করার কারণ বলা হয়েছে। কারণটি হলো– ঐ তথ্যগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলে যোগ করে সেটিকে বুনিয়াদি অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কাজে লাগানো।

জাগ্রত বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক হলো বুনিয়াদি আল্লাহ সচেতনতা তথা বুনিয়াদি তাকওয়া। তাই বলা যায় আয়াতটির বক্তব্য হলো – কালিমা তাইয়্যেবা ব্যাখ্যা করার জন্য বুনিয়াদি তাকওয়াকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-২

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাকো? তবে কি তোমরা আকলকে ব্যবহার করো না?

(সুরা আল বাকারা/২ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– কাউকে কিছু পালন করতে বলা ব্যক্তির নিজে আগে বিষয়টি পালন করা। কারণ এটি না হলে মানুষ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবে না। আয়াতটিতে সমাজ জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি না মানা ব্যক্তিদের তিরস্কার করা হয়েছে। আর এ তিরস্কার করা হয়েছে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার না করার জন্য। কারণ, উৎসটি ব্যবহার করলে সকলে এ নীতিটি সহজে বুঝতে পারে।

তাই বলা যায় আয়াতটির বক্তব্য হলো– বুনিয়াদি তাকওয়াকে সমাজ জীবনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করা আল কুরআনের সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত বোঝা, ব্যাখ্যা করা বা বোঝানোর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ..... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৮১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ... ... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

ইমাম বুখারী রহ. হুযাইফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ নুআইম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– গীবত/পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৫৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ... ... جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

ইমাম বুখারী রহ. যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন বুকাইরি রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৯৮৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ বাকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ ইবন মুনী‘ রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস-সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোঁটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০৯০।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

৯. ইতিহাস বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِـِٕيْنَ ۚ .

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ .

আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম– তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও প্রচারের বিষয় বানিয়েছি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তী মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও প্রচারের বিষয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তী মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য তাদের বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার মাধ্যমে প্রচার করার বিষয় বলা হয়েছে।

তথ্য-২

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

আর রসুলগণের সংবাদসমূহ থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) দৃঢ় (উৎকর্ষিত) করি। আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য (আমার কাছ হতে) তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, প্রচার ও স্মরণ রাখার বিষয়। (সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে রসুলগণের সংবাদ তথা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে আল্লাহর কাছ হতে আসা রসুল স.-এর (ও সাধারণ মুসলিমদের) মনে থাকা বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেক তথা বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার বিষয় বলা হয়েছে। এরপর ঐ উৎকর্ষিত তাকওয়ার তথ্যকে সমকালীন ও পরবর্তী মু'মিনদের জন্য সত্য শিক্ষা, প্রচার ও স্মরণ রাখার বিষয় বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط

অবশ্যই তাদের (নবী-রসূলগণ এবং কাফির-মুশরিকদের) ঘটনাবলিতে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলিতে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলিকে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের উৎকর্ষিত তাকওয়াকে (আল্লাহ সচেতনতা) আরও উৎকর্ষিত করার বিষয় বলা হয়েছে।

উল্লিখিতসহ আল কুরআনের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ইতিহাসের জ্ঞান বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়।

১০. মনীষীদের রায় (ইজমা ও কিয়াস) বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিষয় হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

... ... অতঃপর আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৩; সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের বিপরীত হলো সাধারণ জ্ঞানী। তাই, আয়াতাংশের 'তোমরা' বলতে বুঝাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান আকল/Common sense/বিবেকসম্পন্ন সকল ব্যক্তিগণ। আর তাই আয়াতাংশে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানধারী ব্যক্তিগণকে বলা হয়েছে–যদি তারা আল্লাহর কিতাবের কোনো বক্তব্য আকল/Common sense/ বিবেক দিয়ে বুঝতে না পারে তবে কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে সেটি জেনে নেবে।

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ও রসুলের দিকে আসো। তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হলেও?

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি ব্যাখ্যা হলো– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মনীষীদের কুরআনের কিছু আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সঠিক নাও হতে পারে। তাই, প্রাচীন ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের সংস্করণ বের করতে হবে এবং সর্বশেষ সংস্করণ অনুসরণ করতে হবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ

وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিসে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল।

অতঃপর রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল।

নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটির (কুরআন) যে বিষয় তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে) জানো তথা বুঝতে পারো সেটির ওপর আমল করো। আর যেটি তোমরা আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো না সেটি ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী (কথাটি তিনি ৩ বার বলেন)। সুতরাং এটির (কুরআন) যে বিষয় তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে) জানো তথা বুঝতে পারো সেটির ওপর আমল করো। আর যেটি তোমরা আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো না সেটি ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ..... أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ বকর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বাক্‌রা রা. বলেন, কুরবানীর দিন নবী স. আমাদের খুতবা দিলেন তিনি বললেন ... ... অতঃপর বললেন– **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** ... ...

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৫৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

তাই হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মনীষীগণের কুরআনের কিছু আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সঠিক নাও হতে পারে। আর তাই, প্রাচীন ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের সংস্করণ বের করতে হবে এবং সর্বশেষ সংস্করণ অনুসরণ করতে হবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ..... عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. যায়িদ বিন সাবিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– যায়িদ বিন সাবিত রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, **অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।**

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৬৬২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা ৩নং হাদীসটির বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : উল্লিখিত কুরআন ও হাদীস হতে জানা যায়– কুরআনের একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে (আকাবের/মনীষী) জিজ্ঞাসা করতে হবে যখন নিজের জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান আকল/ Common sense/বিবেক দিয়ে বিষয়টি বুঝতে না পারা যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সেটি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) বক্তব্য বা লেখা বই দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করা তথা ফিক্‌হ গ্রন্থ পড়তে হবে কুরআন ও হাদীস পড়ার পরে।
৭. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) উৎস হবে না। ইজমা বা কিয়াস হবে রিফারেন্স।

উল্লিখিতসহ কুরআন ও হাদীসের আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় স্থান বিশেষে– ইসলামী মনীষীদের প্রকৃত (জাল নয়) রায় তথা প্রকৃত ইজমা ও কিয়াস বুনিয়াদি তাকওয়াকে উৎকর্ষিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় হবে।

তাকওয়ার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা সকল মানুষ তাকওয়াসম্পন্ন। আকল/Common sense/বিবেকের একটিমাত্র সঠিক রায় মেনে চলা ব্যক্তিও মুত্তাকী। তবে তার স্তর সর্বনিম্ন। মানুষের মধ্যে যারা ঈমান আনে (মু'মিন) এবং আকল/Common sense/বিবেকের একটিমাত্র সঠিক রায় মেনে চলে, তারা সাধারণ মানুষদের তুলনায় উন্নত মানের মুত্তাকী। মু'মিনদের মধ্যে যাদের আমলনামায় কোনো গুনাহ নেই (তাওবার মাধ্যমে মাফ করে নিয়েছে) তারা আরও উন্নত মানের মুত্তাকী। এদেরকে মুসলিম বলে। আর মুহসিন হলো সর্বোচ্চ মানের মুত্তাকী।

তাকওয়ার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগের প্রবাহচিত্র

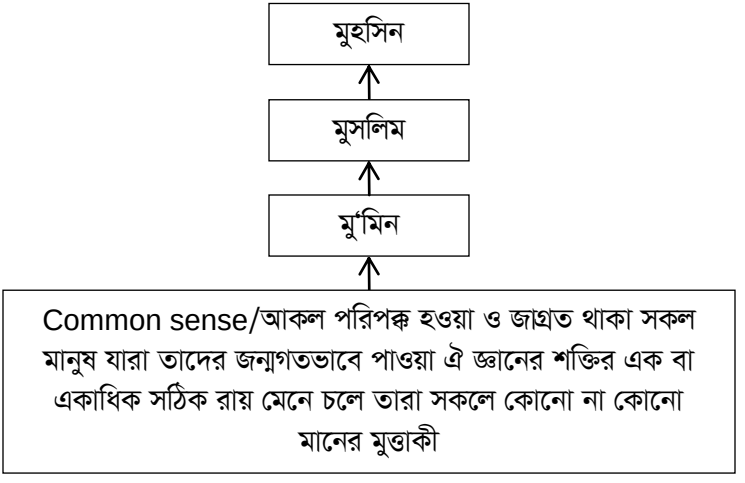

শেষ কথা

সুধী পাঠক! পুস্তিকার তথ্যসমূহ জানার পর তাকওয়া ও মুত্তাকীর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে আশাকরি কারো মনে আর সন্দেহ থাকবে না । জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense জাগ্রত রেখে সরাসরি আরবি কুরআন ও হাদীস বা কুরআন ও হাদীসের যেকোনো ভাষার অনুবাদ পড়লে এটি বোঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলাম শেখানো হয় প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়িয়ে। সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়িয়ে নয়। আবার ফিকাহগ্রন্থের তথ্যের মাধ্যমে এটিও শিখিয়ে দেওয়া হয় যে– ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে যাওয়া বিষয় (Settled issue) নিয়ে আর কোনো চিন্তা-ভাবনা করা যাবে না (শরবত খেয়ে যেতে হবে। শরবত আর বানানো যাবে না)। এ কারণে বড়ো বড়ো ব্যক্তিগণও বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না বা ধরতে পারেন না। পুস্তিকাটি মানুষের মনের অনেক খটকা দূর করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে সুরা বাকারার ২নং আয়াতের বক্তব্য– 'এটি/কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত গ্রন্থ' বোঝা সহজ হবে।

ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়া সকল মু'মিন ভাই ও বোনের ঈমানী দায়িত্ব। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা লেখা। আপনাদের দোয়া চেয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮